১৫. 'MERCOSUR' এর সদর দপ্তর কোথায়?

(ক) জেনেভা (খ) লিমা
(গ) মন্টেভিডিও (ঘ) ওয়াশিংটন

১৬. GATT কখন WTO-তে রূপান্তরিত হয়?

(ক) ১৯৯৩ সালে (খ) ১৯৯৫ সালে
(গ) ১৯৯৬ সালে (ঘ) ১৯৯৭ সালে

১৭. কোনটি সঠিক?

(ক) AIIB-এর সদর দপ্তর বেইজিং
(খ) NDB-এর সদর দপ্তর সাংহাই
(গ) BIMSTEC-এর সদর দপ্তর ঢাকায়
(ঘ) সবগুলোই

১৮. উরুগুয়ে রাউন্ডের সংলাপ কত বছর ধরে চলেছিল?

(ক) ২ বছর (খ) ৮ বছর
(গ) ৫ বছর (ঘ) ৬ বছর

১৯. BRICS প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের নাম–

(ক) Newly Development Bank
(খ) BRICS Development Bank
(গ) Development Bang
(ঘ) New Development Bank

২০. ব্রিকসের মূলমন্ত্র কী?

(ক) সদস্য দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
(খ) সন্ত্রাস দমনে একে অপরের সহযোগিতা
(গ) সদস্য দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
(ঘ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান

২১. কোন দেশটি BIMSTEC-এর সদস্য নয়?

(ক) বাংলাদেশ (খ) পাকিস্তান
(গ) ভারত (ঘ) থাইল্যান্ড

২২. আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন দেশে অবস্থিত?

(ক) শ্রীলঙ্কা
(খ) ভিয়েতনাম
(গ) জাপান
(ঘ) ফিলিপাইন

২৩. আরব দেশগুলো পাশ্চাত্যের ওপর প্রথম তেল অবরোধ করে–

(ক) ১৯৭০ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে
(গ) ১৯৭৮ সালে (ঘ) ১৯৭৮ সালে

২৪. ISBN is the related to—

(ক) TV channel
(খ) books and publications
(গ) greenhouse
(ঘ) UN peacekeeping force

২৫. মুসলমানপ্রধান না হয়েও কোন দেশটি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্য?

(ক) নাইজেরিয়া (খ) লেবানন
(গ) নাইজার (ঘ) উগান্ডা

২৬. ESCAP stands for—.

(ক) Economic and Social Conference for Asia and the Pacific
(খ) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(গ) Environment and Social Commission for Asia and the Pacific
(ঘ) Economic and Social Centre for Asia and the Pacific

২৭. দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI)-এর সদর দপ্তর কোথায়?

(ক) ম্যানিলা (খ) বার্লিন
(গ) ব্যাংকক (ঘ) সিঙ্গাপুর

২৮. All of the following organization have their headquarters at Geneva except—

(ক) Food & Agriculture Organization
(খ) International Labour Organization
(গ) World Health Organization
(ঘ) World Trade Organization

২৯. উরুগুয়ে রাউন্ড কোন সংস্থাটির সাথে সম্পর্কিত?

(ক) IMF (খ) NATO
(গ) WTO (ঘ) OIC

৩০. Which countries belong to MINT?

(ক) Mexico, Ireland, Nigeria and Turkey
(খ) Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey
(গ) Malaysia, Indonesia, Nigeria and Turkey
(ঘ) Malaysia, Iran, Nigeria and Turkey

উত্তরপত্র

ক্লাস টেস্ট : লেকচার-১৫ ও ১৬

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
(গ)	(ক)	(ঘ)	(ক)	(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ক)	(ঘ)
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯.	২০.
(গ)	(গ)	(খ)	(ঘ)	(ঘ)	(খ)	(খ)	(ঘ)	(ক)	(ক)
২১.	২২.	২৩.	২৪.	২৫.	২৬.	২৭.	২৮	২৯.	-
(ক)	(গ)	(গ)	(গ)	(গ)	(ক)	(গ)	(ক)	(ক)	-

ক্লাস টেস্ট : লেকচার-১৭ ও ১৮

১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
(ক)	(খ)	(খ)	(খ)	(গ)	(গ)	(ক)	(গ)	(ক)	(খ)
১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫.	১৬.	১৭.	১৮.	১৯.	২০.
(গ)	(গ)	(ক)	(ঘ)	(গ)	(খ)	(ঘ)	(খ)	(ঘ)	(গ)
২১.	২২.	২৩.	২৪.	২৫.	২৬.	২৭.	২৮	২৯.	৩০.
(খ)	(ঘ)	(খ)	(খ)	(ঘ)	(খ)	(ঘ)	(ক)	(গ)	(খ)

BCS

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

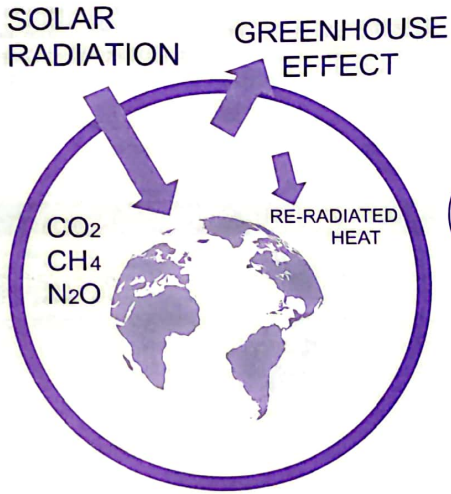

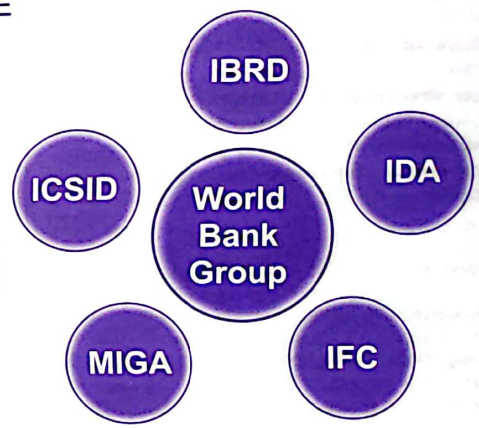

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (লেকচার-১৫-১৮) নোট : ২

বেলাল আহমেদ রাজু

কনফিডেন্স

কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। মোবাইল : ০১৯৭২১০১৫১৪

পরীক্ষা দিতে **Visit** করুন : www.confidenceexampoint.com

অফিসিয়াল **Page :** https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju

সতর্কীকরণ : এই বুকলেট কপিরাইট (নং-১৪৭৬৩) নিবন্ধিত। তাই বুকলেটটি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রস্তুতি : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (লেকচার ১৫-১৮)

লেকচার : ১৫ ও ১৬

পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি : পরিবেশ, পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ষ, দিবস, দশক ও উদযাপন, গ্রিনহাউস, ইকোলজি, বৈশ্বিক উষ্ণতা, ওজোনস্তর, পরিবেশবাদী সংস্থা, সবুজ বিপ্লব, অম্ল বৃষ্টি, আর্সেনিক সমস্যা, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি।

বিভিন্ন চুক্তি ও প্রটোকল : মন্ট্রিল প্রটোকল, কিয়োটো প্রটোকল, কার্টাগেনা প্রটোকল, প্যারিস চুক্তি প্রভৃতি।

পরিবেশবিষয়ক কনভেনশন : রামসার কনভেনশন, ভিয়েনা কনভেনশন, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন, বাসেল কনভেনশন প্রভৃতি।

পরিবেশবিষয়ক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ : স্টকহোম সামিট, রিও কনফারেন্সসমূহ, COP প্রভৃতি।

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা : IPCC, UNEP, UNFCCC, IUCN, WWF, Green Peace, Global Greens, Greencross, ICUN, Worldwatch Institute প্রভৃতি।

পরিবেশ ও বাংলাদেশ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশের পদক্ষেপ প্রভৃতি।

৩৫-৪৬তম প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

- কার্টাগেনা প্রটোকল কী → জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তাবিষয়ক চুক্তি [৩৫তম বিসিএস]
- ১৯৮৯ থেকে ওজোন স্তরবিষয়ক মন্ট্রিল প্রটোকল কতবার সংশোধন করা হয় → ৫ বার [৩৫তম বিসিএস]
- জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ব্যাপকতা তুলে ধরার জন্য সমুদ্রের গভীরে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছে → মালদ্বীপ [৩৫তম বিসিএস]
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় Green Climate Fund বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্য কী পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছে → ১০০ বিলিয়ন ডলার [৩৬তম বিসিএস]
- অক্সিজেন → গ্রিনহাউস গ্যাস নয় [৩৭তম বিসিএস]
- 'গ্রিন পিস' যাত্রা শুরু করে কবে → ১৯৭১ সালে [৩৭তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সংস্থা (UNEP) ও জলবায়ুবিষয়ক সংস্থার (WMO) মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কবে → IPCC [৩৭তম বিসিএস]
- মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস উদগিরণে সবচেয়ে বেশি দায়ী দেশ → যুক্তরাষ্ট্র [৩৭তম বিসিএস]
- ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ-২১-এ কত সংখ্যক জাতি অংশগ্রহণ করেছিল → ১৯৬ [৩৮তম বিসিএস]
- প্রাকৃতিক আইনের উদ্ভব হয় কোথা থেকে → থমাস হবসন, হুগো গ্রোসিয়াস ও জন লকের লেখনী থেকে [৩৮তম বিসিএস]
- ক্রমহ্রাসমান হারে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী উপাদান বিলীনের বিষয়টি কোন চুক্তিতে বলা হয়েছে → মন্ট্রিল প্রটোকল [৩৮তম বিসিএস]
- ২০১৮ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় কোনটি → প্লাস্টিক (plastic) দূষণকে পরাজিত করি [৩৯তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের 'Champion of the Earth' খেতাবপ্রাপ্ত কে → শেখ হাসিনা [৩৯তম বিসিএস]
- বিশ্বের সর্বশেষ জলবায়ু সম্মেলন (ডিসেম্বর ২০১৮) কোথায় অনুষ্ঠিত হয় → কাটোউইস, পোল্যান্ড [৪০তম বিসিএস]
- V-২০ গ্রুপ কীসের সাথে সম্পর্কিত → জলবায়ু পরিবর্তন [৪০তম বিসিএস]
- IUCN-এর কাজ হলো বিশ্বব্যাপী → প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা [৪২তম বিসিএস]
- কার্টাগেনা প্রটোকল কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়? → ২০০০ সালে [৪২তম বিসিএস]
- গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তি 'The Kyoto Protocol' জাতিসংঘ কর্তৃক কত সালে গৃহীত হয়? → ১৯৯৭ [৪২তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের বর্তমান সভাপতির পূর্বে কোন দেশ CVF-এর সভাপতি ছিল? → মার্শাল আইল্যান্ড [৪২তম বিসিএস]
- United Nations Framework Convention on Climate Change-এর মূল আলোচ্য বিষয় → গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ ও প্রশমন [৪৩তম বিসিএস]
- কখন এবং কোথায় International Union for Conservation of Nature (IUCN) প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৯৪৮, ফ্রান্স [৪৪তম বিসিএস]
- বিগত কপ-২৬ কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়? → গ্লাসগো [৪৪তম বিসিএস]
- কোন দিনটি বিশ্ব শরণার্থী দিবস হিসেবে পালিত হয়? → ২০ জুন [৪৬তম বিসিএস]
- জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক (Biosafety to the Convention on Biological Diversity) হচ্ছে → কার্টাগেনা প্রটোকল [৪৬তম বিসিএস]
- 'Fridays For Future' কোন ধরনের আন্দোলন? → পরিবেশবাদী আন্দোলন [৪৬তম বিসিএস]

পরিবেশ

মানুষ যে পরিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পৃথিবীতে বসবাস করে তাকেই পরিবেশ বলে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে বোঝায় প্রকৃতির সমস্ত দান, যেমন– পাহাড়-পর্বত, নদী, বন-জঙ্গল, কীটপতঙ্গ, পানি, মাটি, বাতাস, জীবজন্তু ও মানুষ। পরিবেশের এ উপাদানগুলোই মানুষকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেষ্টিত রাখে।

পরিবেশের সংজ্ঞা : পরিবেশ শব্দটির উৎপত্তি জার্মান শব্দ environ থেকে, যার অর্থ en অর্থে in অর্থাৎ মধ্যে এবং viron অর্থে circuit অর্থাৎ পরিবেষ্টন। অর্থাৎ পরিবেশ বলতে পরিবেষ্টনকারী পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়।

দ্য কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে (১৯৯২) পরিবেশের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে– 'পরিবেশ হল উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বহিরঙ্গের অবস্থাগুলোর সমষ্টি।

ইকোসিস্টেম

কোনো বাসস্থানের জীব সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে এবং জড় পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলে একটি তন্ত্র বা পদ্ধতি গড়ে ওঠে; একেই বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম বলে।

ইকোলজি ও ইকোসিস্টেম সম্পর্ক : জীবজগৎ এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে জীবজগতের যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সেটা নিয়ে অধ্যয়নই হচ্ছে ইকোলজি। পৃথিবীকে একটি বাড়ি হিসেবে কল্পনা করলে আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর যে সম্পর্ক, সেটাই ইকোলজি। আর যখন আমরা এই সম্পর্কটিকে ক্ষুদ্র পরিসরে চিন্তা করব, তখন সেটি হবে ইকোসিস্টেম।

অ্যালবেডো

সূর্যকিরণ থেকে পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ তাপ আসে, তার ৩৪ শতাংশ তাপ মেঘপুঞ্জ, ধূলিকণা প্রভৃতি দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। পৃথিবী থেকে সূর্যরশ্মির প্রত্যাবর্তনের এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে অ্যালবেডো বলে।

পরিবেশ দূষণ ও ডার্টি ডজন

পরিবেশের প্রতিটা উপাদানের সুসমন্বিত রূপই হলো সুষ্ঠু পরিবেশ। এই সুসমন্বিত রূপের ব্যত্যয়ই পরিবেশের দূষণ ঘটায় এবং পরিবেশের স্বাভাবিক মাত্রার অবক্ষয় দেখা দেয়। পরিবেশ বিভিন্ন কারণে দূষিত হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণও এর সঙ্গে দায়ী। পরিবেশ দূষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ১২টি মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্যকে একত্রে ডার্টি ডজন বা নোংরা ডজন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

নবায়নযোগ্য-অনবায়নযোগ্য সম্পদ

যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ বারবার ব্যবহার করলেও তার পরিমাণ কমে না বা কমলেও আবার উৎপাদিত হয়ে পরিমাণ ঠিক রাখে তাকে নবায়নযোগ্য বা প্রবহমান প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– বায়ুপ্রবাহ, পানিপ্রবাহ, সূর্যালোক, জোয়ারভাটার শক্তি, জলবিদ্যুৎ, বনজসম্পদ, তৃণভূমির ঘাস, বন্যপ্রাণী, বায়োগ্যাস ইত্যাদি। নবায়নযোগ্য সম্পদ অসীম। এর কোনো শেষ নেই বলে একে প্রবহমান সম্পদ বলা হয়। আর যে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একবার নিঃশেষিত হয়ে গেলে তা আর সাধারণত সহজে পুনরুৎপাদন করা যায় না বা পুনরুদ্ধার করা যায় না, তাকে অনবায়নযোগ্য সম্পদ বলে। যেমন– কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, খনিজ পদার্থ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি।

ওয়াটার ব্লুম

জলাশয়ের ইকোসিস্টেমে অত্যধিক পুষ্টির আগমন ঘটলে অতিমাত্রায় শৈবালের বৃদ্ধি ঘটে এবং পানির উপরের স্তরের ন্যায় আবরণ সৃষ্টি হয়, একেই ওয়াটার ব্লুম বলে।

রেড টাইড

সমুদ্রের পানির পুষ্টি বেড়ে গেলে, অর্থাৎ ইউট্রোফিকেশন ঘটলে কিছু সামুদ্রিক শৈবালের (Dinoflogellates) অতিবৃদ্ধি হয় এবং পানিতে লাল বর্ণের ওয়াটার ব্লুমের সৃষ্টি হয়, একে রেড টাইড বলে।

মৃত্যু অঞ্চল

সমুদ্রের যে অঞ্চলে অতিরিক্ত ওয়াটার ব্লুম ও রেড টাইড সৃষ্টি হলে মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু ঘটে তখন সে অঞ্চলটিকে মৃত্যু অঞ্চল বলে।

Eco-labelling

পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মোড়কে পরিবেশগত নির্দেশনা প্রদানের উপায় হিসেবে ইকো-লেবেলিং ধারণাটি এসেছে। এ ধরনের লেবেল দ্বারা একই ধরনের পণ্যের মধ্যে কোনটি অন্যটির তুলনায় অধিক পরিবেশসম্মত, তা বোঝা যায়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ১৯৯২ সালে পরিবেশসম্মত পণ্য উন্নয়নের জন্য এটি চালু করে।

Ecology

পরিবেশের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। জার্মান প্রকৃতিবিদ আর্নস্ট হেকেল ১৮৬৯ সালে এ শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করেন।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

১. কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, প্রভৃতি উপাদানের দৈনন্দিন অবস্থাকে আবহাওয়া বলা হয়। কোনো বিস্তৃত অঞ্চলের কমপক্ষে ৩০-৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়।

২. আবহাওয়া হলো বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের দৈনন্দিন অবস্থা। জলবায়ু হলো বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের দীর্ঘকালীন সামগ্রিক অবস্থা।

৩. আবহাওয়া কোনো স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ স্থানের বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা সূচিত করে জলবায়ু একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের দীর্ঘকালীন গড় অবস্থা নির্দেশ করে।

৪. কোনো স্থানের আবহাওয়া প্রতিদিন, এমনকি প্রতি ঘণ্টায়ও পরিবর্তিত হয়। প্রতিদিনের ব্যবধানে কোনো অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তিত হয় না।

৫. আবহাওয়া হলো জলবায়ুর বিভিন্নতা। জলবায়ু হলো বিভিন্ন আবহাওয়ার সমন্বয়।

পরিবেশবিষয়ক তথ্য

- গ্রিনহাউস প্রভাব প্রথম আবিষ্কার করেন জোসেফ ফোরিয়ার → ১৮২৪ সালে
- জার্মান পরিবেশবিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেইকেল ইকোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন → ১৮৭০ সালে
- সুইডিশ বিজ্ঞানী সোভনর্টে আরহেনিয়াস গ্রিনহাউস শব্দটি ব্যবহার করেন → ১৮৯৬ সালে
- মেরু প্রদেশে প্রথম ওজোনস্তরের ফাটল লক্ষ করেন → জোনাথন শাকলিন
- প্রথম সবুজ বিপ্লব সৃষ্টি করেন → নরম্যান বেলেরগ
- গ্লোবাল জিরো → ২৫ বছরের মধ্যে 'বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্রমুক্তকরণ কর্মসূচি'
- প্রথম জলবায়ু আইন হয় → কানাডায় (১৯৮৭ সালে)
- পরিবেশ আন্দোলনের জনক → হেনরি ডেভিট থ্যারো (USA)
- কার্বন কর প্রথম চালু করে → অস্ট্রেলিয়ায় ২০১২ সালে, ২০১৪ সালে প্রত্যাহার করে
- গ্রিনহাউস গ্যাস প্রধানত → ৬টি
- পৃথিবীর সবুজ বনাঞ্চল → অ্যামাজন
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ভূমির বনাঞ্চল থাকা উচিত → ২৫%
- পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ সুনামি হয় → ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর (ভারত মহাসাগরে)
- যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে সংকেত নেই → ভূমিকম্প ও সুনামি
- বিশ্বের প্রথম কার্বন প্রভাবমুক্ত দেশ → ভুটান
- সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশ → চীন (দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র)
- সম্প্রতি পরিবেশ দূষণ বিমা চালু করেছে → চীন
- কার্বন সূচক চালু করেছে → ভারত
- সিঙ্গাপুর কার্বন কর আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছে → ২০১৯ থেকে
- পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে জলবায়ু ট্রাস্ট গঠন করেছে বাংলাদেশ → ২০১০ সালে

গ্রিন (পরিবেশবিষয়ক)

- গ্রিনফান্ড → পরিবেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় গঠিত তহবিল
- গ্রিন সার্টিফিকেট → কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাসের লক্ষ্যে ডেনমার্কে প্রবর্তিত হয়
- গ্রিন পার্টি → নিউজিল্যান্ডের ভ্যালুস পার্টিকে পৃথিবীর প্রথম গ্রিন পার্টি বলা হয়
- গ্রিন কেমিস্ট্রি → পরিবেশ সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ, যাতে পরিবেশের ক্ষতি কম হয়
- গ্রিনবেল্ট মুভমেন্ট → কেনিয়ার নোবেল বিজয়ী ওয়াংগেরি মাথাইয়ের বনায়ন কর্মসূচি
- গ্রিন ব্যাংকিং → কাগজবিহীন ব্যাংকিং সেবা

অঞ্চলভিত্তিক সাইক্লোনের বিভিন্ন নাম

- উইলি উইলি → অস্ট্রেলিয়া
- জোয়ান → ক্যারিবীয় অঞ্চলে
- সাইক্লোন → বাংলাদেশ ও ভারতীয় অঞ্চলে
- টাইফুন → জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে
- হ্যারিকেন/ক্যাটরিনা → আমেরিকা ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলে

পরিবেশ দূষণ

অতি প্রাচীনকালে পরিবেশ দূষণ বড় সমস্যা ছিল না। মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষে ক্রিয়া-কলাপের আনুষঙ্গিকভাবে দিন দিন দূষণ বাড়ছে। দূষণ হচ্ছে পরিবেশের উপাদানসমূহের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, যা মানুষসহ সকল জীবের, তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

দূষণের প্রকার : পরিবেশ দূষণের প্রকার অনেক। যেমন–

বায়ুদূষণ : বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। সাধারণ বায়ুতে ১২ রকমের পদার্থ সাধারণত নির্দিষ্ট অনুপাতে অবস্থান করে। যদি বায়ুর উপাদানসমূহের এমন কোনো গুণগত বা পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে মানুষসহ জীবজগতের ওপর নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়, তবে তাকে বায়ুদূষণ বলে। বায়ুর উপাদানগুলোর স্বাভাবিক অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবেশের ক্ষতি করে, এরূপ পদার্থসমূহের বায়ুতে অনুপ্রবেশকে বায়ুদূষণ বলে। বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস, ধূলিকণা, ধোঁয়া বা দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ুদূষিত হয়।

পানিদূষণ : যে পানিতে নানা ধরনের রোগজীবাণু, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি থাকে এবং পান করলে আমাদের রোগ হয়, তাকে দূষিত পানি বলে। পানির স্বাভাবিক বিন্যাসে পরিবেশের ক্ষতি করে, এরূপ পদার্থসমূহ পানিতে মিশে পানি দূষিত হয়। শিল্পকারখানার বর্জ্য, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, মানববসতির বর্জ্য প্রভৃতি মিশে পানি দূষিত হয়।

শব্দদূষণ : বায়ুতে বা জীব পরিবেশে সহনশীলমাত্রা অপেক্ষা তীব্র শব্দের উপস্থিতি, যা মানুষের ক্ষতি করে তাকে শব্দদূষণ বলে। শব্দের মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী পরস্পরের সহিত যোগাযোগ করে। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রীতিকর মাত্রাতিরিক্ত শব্দ মানুষের বিরক্তি ঘটায়, দেহের ক্ষতি সাধন করে, এমনকি রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই শব্দের মাত্রা বা তীব্রতা যখন এমন অসহ্য ও অপ্রীতিকর অবস্থায় পৌঁছে যে, তা মানুষের অস্বস্তি ও মানসিক যাতনার সৃষ্টি করে, তখন তাকে শব্দদূষণ বলে।

সমুদ্রদূষণ : জাতিসংঘের একটি সমীক্ষা বলছে, প্রতিবছর ৫০ লাখ থেকে দেড় কোটি টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে প্রবেশ করে। এর একটা বড় অংশ যায় মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণির দেহে। এমনকি সমুদ্রের তলদেশে থাকা প্রাণীদের শরীরেও প্লাস্টিকের সন্ধান মিলেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থার (আইইউসিএন) মতে– গাড়ির টায়ার ও বিভিন্ন টেক্সটাইল কারখানা থেকে নিঃসৃত ছোট ছোট প্লাস্টিকের বর্জ্য বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় সমুদ্রদূষণের মূল কারণ। মোট সমুদ্র দূষণের প্রায় ৩০ শতাংশই প্লাস্টিকের কারণে হয়ে থাকে। অথচ আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, তার অর্ধেকই উৎপাদন করে সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের শৈবাল এবং ফাইটোপ্লাঙ্কটন নামক এককোষী উদ্ভিদ। সাগর আমাদের আবহাওয়ামণ্ডল থেকে ৫০ গুণ বেশি হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস করে থাকে। সাগরের বৈচিত্র্য এবং উৎপাদনশীলতা সমগ্র মানবজাতির জন্য অপরিহার্য। তাই আমাদের প্রয়োজনেই সাগরকে সুরক্ষা দিতে হবে।

মাটিদূষণ : যে প্রক্রিয়ায় মাটির প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি এবং অবাঞ্ছিত পদার্থসমূহের সঞ্চয় হয়, যার কারণে মৃত্তিকাসহ জীবের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তাকে মৃত্তিকা দূষণ বলে। সংক্ষেপে বলতে গেলে– মাটির স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্তনকে মৃত্তিকা দূষণ বলা হয়।

আর্সেনিক দূষণ : অতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে পানিতে সৃষ্ট দূষণকে আর্সেনিক দূষণ বলে। আর্সেনিক একটি অম্ল মৌল, যা পাত্র সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন বিষাক্ত ধাতব যৌগ তৈরি করে, যেমন– আর্সেনাট, আর্লিন গ্যাস, আর্পিলাইট, আর্সেন অক্সাইড ইত্যাদি, যা জালে বা মার্টিতে উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকে দূষিত করে। আর্সেনিক দূষণের ফলে মানুষ ও গবাদি পশুর শরীরে নানা মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়, যেমন– 'আর্সেনিক দূষণের ফলে মানবদেহে সৃষ্ট রোগকে আর্সেনিকোসিস বলে। এর উপসর্গগুলো হলো– ১. চামড়া, নখ, চুলে আর্সেনিক জমে হাত-পায়ে কালো দাগ, অ্যালার্জি, ফুসকুড়ি, চুলকানি হয়। নখে সাদা কাঁজ সৃষ্টি হয়। ২. গায়ে এবং মুখের নীলচে ছোপ দেখা যায়। পায়ে কালো রঙের ঘা তৈরি হয়। ৩. ফুসফুসের রোগ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস হয়। ৪. যকৃত ও মূত্রনালিতে রোগ দেখা দেয়।

বারিমণ্ডল

'Hydrosphere'-এর বাংলা প্রতিশব্দ বারিমণ্ডল। 'Hydro' শব্দের অর্থ পানি এবং 'Sphere' শব্দের অর্থ মণ্ডল। পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে পানি। এ বিশাল জলরাশি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে যেমন কঠিন (বরফ), গ্যাসীয় (জলীয়বাষ্প) এবং তরল। বায়ুমণ্ডলে পানি রয়েছে জলীয়বাষ্প হিসেবে, ভূপৃষ্ঠে রয়েছে তরল ও কঠিন অবস্থায় এবং ভূপৃষ্ঠের তলদেশে রয়েছে ভূগর্ভস্থ তরল পানি। সুতরাং বারিমণ্ডল বলতে বোঝায় পৃথিবীর সকল জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণ। জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণ ও শতকরা হার–

জলবিভাগের নাম	পরিমাণ (ঘনকিলোমিটার° × ১,০০,০০০)	শতকরা হার (%)
সমুদ্র	১৩৭০	৯৭.২৫
হিমবাহ	২৯	২.০৫
ভূগর্ভস্থ পানি	৯.৫	০.৬৮
হ্রদ	০.১২৫	০.০১
মাটির আর্দ্রতা	০.০৬৫	০.০০৫
বায়ুমণ্ডল	০.০১৩	০.০০১
নদী	০.০০১৭	০.০০০১
জীবমণ্ডল	০.০০০৬	০.০০০০৪

বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীকে যে গ্যাসীয় আবরণ বেষ্টন করে রেখেছে, তাকে বলে বায়ুমণ্ডল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভূ-অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসা গ্যাসই বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের উৎস। বায়ুমণ্ডলের বয়স প্রায় ৩৫ কোটি বছর। বায়ুমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার। তবে বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯৭% ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন	৭৮.০২
অক্সিজেন	২০.৭১
আর্গন	.৮০
কার্বন ডাই-অক্সাইড	.০৩
অন্য গ্যাসসমূহ (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, ওজোন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড)	.০২
জলীয় বাষ্প	.৪১
ধূলিকণা ও কণিকা	.০১
মোট	১০০

উৎস : নবম-দশম শ্রেণি (ভূগোল ও পরিবেশ)

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য

বায়ুমণ্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উষ্ণতার পার্থক্য অনুসারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা– ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, তাপমণ্ডল ও এক্সোমন্ডল। উল্লিখিত স্তরগুলোর প্রথম তিনটি সমমণ্ডল এবং পরবর্তী দুটি বিষমমণ্ডল এর অন্তর্ভুক্ত।

ট্রপোমণ্ডল : এই স্তরটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর, ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেগে আছে। মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবকিছুই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। ট্রপোমণ্ডলের শেষ প্রান্তের অংশের নাম ট্রপোবিরতি। এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬-১৯ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্ট্রাটোমণ্ডল : ট্রপোবিরতির উপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্রাটোমণ্ডল নামে পরিচিত। স্ট্রাটোমণ্ডল ও মেসোমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রার স্থিতাবস্থাকে স্ট্রাটোবিরতি বলে।

মেসোমণ্ডল : স্ট্রাটোবিরতির উপরে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে মেসোমণ্ডল বলে। এই স্তরের উপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়। এই স্তরকে মেসোবিরতি বলে।

তাপমণ্ডল : মেসোবিরতির উপরে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে তাপমণ্ডল বলে। এই মণ্ডলে বায়ুস্তর অত্যন্ত হালকা ও চাপ ক্ষীণ। তাপমণ্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমণ্ডল বলে।

এক্সোমণ্ডল : তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোমণ্ডল বলে। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

ওজোন স্তর

১৮৩৯ সালে জার্মান বংশোদ্ভূত সুইস বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক স্যোনবিয়েন ওজোন নামে এই অজৈব পদার্থ আবিষ্কার করেন। বায়ুমণ্ডলের ওজোন (O_3) হচ্ছে তিন পরমাণু অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত গাঢ় নীল বর্ণের গ্রিনহাউস গ্যাস। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ভূপৃষ্ঠ হতে ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত ওজোন গ্যাসের একটি পাতলা স্তর অবস্থিত। এ স্তরকেই ওজোন স্তর বলে। অক্ষত ওজোন স্তর সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির প্রায় ৯৯% শোষণ করে এবং সৌরপর্দা হিসেবে কাজ করে। ওজোনের গড় ঘনত্ব প্রতি কেজি বাতাসে প্রায় ৬৩৫ মাইক্রোগ্রাম।

পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকা ওজোন স্তরের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দুজন ফরাসি বিজ্ঞানী চার্লস ফ্যাবরি ও বুইসন হেনরি ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ১৯৭০-এর দশকের দিকে ব্রিটিশ জরিপ দল সর্বপ্রথম অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন স্তরের ক্ষয়ের ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন। এরপর ১৯৮৫ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা অ্যান্টার্কটিক জরিপে ওজোন স্তর পাতলা হওয়ার তথ্য উপস্থাপন করলে উন্নত দেশগুলো বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে।

এরপরই উন্নত দেশগুলো সিএফসি হ্যালোনসহ সংশ্লিষ্ট কেমিক্যাল গ্যাস উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ওজোন স্তর রক্ষার জন্য প্রথমবারের মতো ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিল শহরে বিশ্বের ৪৩টি দেশের প্রতিনিধিরা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল যে, ওজোন স্তর বিনাশকারী গ্যাস যেমন ক্লোরোফ্লোরোকার্বন– সংক্ষেপে যাকে সিএফসি বলা হয়, সেই গ্যাসসহ হ্যালোকার্বন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গ্যাসের উৎপাদন কমাতে হবে। এর কয়েক বছর পর ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৬ সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব ওজোন দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ওজোন স্তর রক্ষায় বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ভিয়েনা কনভেনশন, মন্ট্রিল প্রটোকল ও চারটি সংশোধনীতে (লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং) স্বাক্ষর করলেও 'কিগালি সংশোধনী' তে এখনো স্বাক্ষর করেনি বাংলাদেশ।

অ্যাসিড বৃষ্টি

অ্যাসিড বৃষ্টি হলো এক ধরনের বৃষ্টি, যার প্রকৃতি অম্লীয় (ph<7)। সাধারণত বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন অম্লীয় অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অ্যাসিড ওই অঞ্চলে বা দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে বৃষ্টির পানির সঙ্গে ঝরে পড়ে। অম্লীয় প্রকৃতির কারণে এই বৃষ্টিই অ্যাসিড বৃষ্টি নামে পরিচিত।

বৈশ্বিক উষ্ণতা/গ্রিনহাউস ইফেক্ট

গ্রিনহাউস : গ্রিনহাউস হচ্ছে স্বচ্ছ কাচ-নির্মিত ঘর, যার মধ্যে শীতপ্রধান দেশে কৃত্রিম পরিবেশে সবুজ উদ্ভিদের চাষ করা হয়। সূর্যের কিরণ স্বচ্ছ ছাদ ও দেওয়াল ভেদ করে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত করে। গ্রিনহাউসে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তার চেয়ে কম পরিমাণ তাপ বের হয়ে আসতে পারে। এ কারণে গ্রিনহাউসের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাংকের কাছাকাছি বা নিচে থাকলেও অভ্যন্তরের তাপমাত্রা প্রয়োজনানুরূপ ২৫°-৩৯° সেলসিয়াসে থাকে, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের অনুকূল।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া : বর্তমান পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবী পৃষ্ঠ মিলে এরূপ একটি প্রকাণ্ড গ্রিনহাউস সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ারে ঘনীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং আরও কিছু গ্রিনহাউস গ্যাস ও জলীয় বাষ্প কাচের আবরণের ন্যায় কাজ করছে। দৃশ্যমান সূর্যালোক এসব গ্যাসের মধ্য দিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে চলে আসে এবং পৃথিবীর পরিবেশকে উত্তপ্ত করে। যে পরিমাণ আলো ও তাপ আসে তার প্রায় ৫০% ভূপৃষ্ঠে শোষিত হয় এবং বাকি অংশ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত বা পুনঃবিকিরিত (Re-radiated) তাপ বায়ুমণ্ডলের এসব গ্যাসের বেষ্টনী ভেদ করে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু এসব গ্যাসের উত্তাপ পৃথিবী থেকে আগত বা প্রতিফলিত ইনফ্রারেড রশ্মিকে শোষণ করে আরও উত্তপ্ত হয় এবং তাপ প্রতিফলিত করে। ফলে বায়ুমণ্ডল এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রিনহাউস গ্যাসমূহের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে বায়ুমণ্ডল তথা পৃথিবীর আবহাওয়াও ক্রমান্বয়ে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হচ্ছে। পৃথিবীর এই উষ্ণায়ন এবং উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর পরিবেশের যে বিভিন্ন মুখী ক্ষতি হচ্ছে তাকেই গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বলা হয়।

গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো : বায়ুমণ্ডলে অনেক প্রকারের গ্রিনহাউস গ্যাস আছে। যেমন– কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য। শিল্পবিপ্লব শুরুর পূর্বে (১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এরূপ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ছিল না। তখন পর্যন্ত পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ তাপমাত্রা ছিল, তা জীবজগতের জন্য স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ছিল। এ সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাপ পুনঃবিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যেত। কিন্তু শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং আরও কিছু গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর পরিবেশের তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। মনে করা হয় হিমবাহ যুগে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল প্রায় ২১০ নিযুতাংশ (210ppm), ১৭৫০ সালে 270ppm, ১৯৬০ সালে 313ppm এবং ২০১৪ সালে তা বেড়ে প্রায় 400ppm এ পরিণত হয়েছে। অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসও ক্রমান্বয়ে ছেড়ে চলেছে, যা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য অশনিসংকেত।

গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশ

ক্র.	দেশ	বার্ষিক মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ২০১৮ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	শতকরা নিঃসরণ, ২০১৮ (%)
১.	চীন	১১৭০৫.৮১	২৩.৯২
২.	যুক্তরাষ্ট্র	৫৭৯৪.৩৫	১১.৮৪
৩.	ইউরোপ	৩৩৪৬.৬৩	৬.৮৪
৪.	ভারত	৩৩৩৩.১৬	৬.৮১
৫.	রাশিয়া	১৯৯২.০৮	৪.০৭
৬.	জাপান	১৪২০.৫৮	২.৯০
৭.	ব্রাজিল	১১৫৪.৭২	২.৩৬
৮.	ইন্দোনেশিয়া	৮২৮.৩৪	১.৬৯
৯.	ইরান	৭৭৬.৬১	১.৫৯
১০.	দক্ষিণ কোরিয়া	৭৬৩.৪৪	১.৫৬

উৎস : উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২, CAIT Climate Data Explorer 2021. World Resource Institute

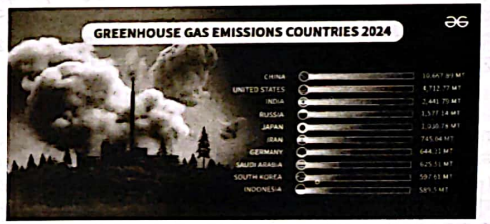

কার্বন বাণিজ্য

কার্বন বাণিজ্যের মাধ্যমে ক্রেতা দেশগুলো অর্থাৎ বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো বায়ুমণ্ডলে অধিকতর কার্বন নিঃসরণের অধিকার অর্জন করে এবং বিক্রেতা দেশগুলো তাদের কার্বনজনিত দাবি পূরণের সক্ষমতা অর্জন করে। সক্ষমতা সত্ত্বেও যেসব কোম্পানি বা দেশ কম দূষণ করে, তারা তাদের অব্যবহৃত দূষণের অধিকার বেশি দূষণকারী কোম্পানির বা দেশের কাছে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন করে থাকে। এই প্রক্রিয়া একটি রেগুলেটরি কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে, ক্রেতা কোম্পানি বা দেশটি তার ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে কার্বন নিঃসরণ করছে কিনা।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে জাপানের কিয়োটোতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন থেকে এই ধারণাটির সূত্রপাত হয়। ১৮০ দেশের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পৃথিবীর শিল্পোন্নত ৩৮টি দেশকে ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তাদের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে (১৯৯০) ৫.২% কমানোর জন্য সীমা বেঁধে দেওয়া হয় এবং বলা হয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বিষয়ে বাণিজ্য বা যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে (আর্টিকেল-১৭, কিয়োটো প্রটোকল)। মূলত এখান থেকেই কার্বন বাণিজ্যের সূত্রপাত।

কার্বন ট্যাক্স

জলবায়ুর এই চরম পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কমানোর যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক সমাধান হতে পারে তেল, গ্যাস ও কয়লা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আমদানি কিংবা বিক্রির ওপর জীবাশ্ম জ্বালানি ট্যাক্স বসানো। এতে করে কয়লা, তেল এবং গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবহার পরিমিত হবে। ফলে বিশ্বে কার্বন নিঃসরণ কমবে এবং ধীর হবে বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রক্রিয়াও। তবে বিভিন্ন দেশের সরকার কার্বন ট্যাক্সকে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা হিসেবে দেখে, যেখানে জনমনে অসন্তোষ ও কর্মসংস্থানের অভাব তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। যেমন ফ্রান্সে ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ কার্বন ট্যাক্স বসাতে চাইলে নিম্ন আয়ের শ্রমিকরা ইয়েলো ভেস্ট নামে একটি আন্দোলন শুরু করে। কারণ এতে করে যোগাযোগ খরচ এবং বস্ত্রের ব্যয় বেড়ে যাচ্ছিল, যা তাদের জন্য খুবই কঠিন ছিল।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট

বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস বিরাজ করছে, যা প্রাণিজগতের অস্তিত্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠছে। এই গ্যাসসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেশ, সংস্থা, অনুষ্ঠান, ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডলে নিঃসরিত হচ্ছে। এই নিঃসরিত গ্যাসসমূহের মধ্যে বিশেষত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মিথেনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য কার্বন ফুটপ্রিন্ট বা কার্বন পদচিহ্ন হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি।

পরিবেশ কূটনীতি

পরিবেশ কূটনীতি ধারণাটি তুলনামূলকভাবে নতুন; কিন্তু এ প্রত্যয়টি ক্রমাগত ব্যবহৃত হচ্ছে কূটনীতিক, সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং পরিবেশবিজ্ঞানীদের মধ্যে। এ প্রত্যয়টির উৎপত্তি হিসেবে বলা যায় পরিবেশের বিপর্যয় ও তার পরিণতি সম্পর্কে মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। ধরিত্রী সম্মেলনই মূলত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ ইস্যুকে উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে স্থান করে নিতে সহায়তা করে। ওই ঐতিহাসিক সম্মেলনকে পরিবেশ কূটনীতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

জলবায়ু কূটনীতি

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমন্বিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে 'জলবায়ু কূটনীতি' নামে নতুন এক প্রপঞ্চের (phenomenon) প্রচলন ঘটেছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল প্রক্রিয়ায় যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলো কীভাবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে; ধনী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আলোচনার কৌশল কী হবে; ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের ধরন; ব্যয়ের খাত কীভাবে নির্ধারিত হবে; সুশাসন, জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়গুলোর কী কৌশল নেওয়া হবে– এসব বিষয়ে কার্যকর অবস্থান এবং প্রতিনিধিত্বই হচ্ছে জলবায়ু কূটনীতি। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের মতৈক্যে পৌঁছানোর ধীর গতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে যে নীতি বা প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, তাকে বলে জলবায়ু কূটনীতি।

জলবায়ু শরণার্থী

জলবায়ুর যে-কোনো চাপের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের দরুন বাস্তুভিটা হারিয়ে অথবা পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অভিগমন করতে বাধ্য হয়। বারবার ঘূর্ণিঝড় বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী যদি নিজস্ব বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হলে তাদের আমরা 'জলবায়ু শরণার্থী' হিসেবে অভিহিত করতে পারি। কারণ মানুষ তার বাস্তুভিটা তখনই ত্যাগ করতে বাধ্য হবে, যখন প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে প্রচলিত পরিবেশ কাঠামোর তার বেঁচে থাকাটাই দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে বসতভিটা ত্যাগে বাধ্য করবে। যুক্তরাজ্যের দ্য গার্ডিয়ানের মতে, আগামী ৫০ বছরে সারা পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটবে।

কেউ কেউ বলেন, যদি ২১০০ সাল নাগাদ এক মিটার সমুদ্র সমতলের পরিবর্তন ঘটে, তবে বাংলাদেশের তিন মিলিয়ন হেক্টর জমি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটা ৪০-৫০ বছরের মধ্যে হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। ফলে বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ দ্রুততর ও তীব্রতর হবে। যদিও এ বিষয়ে এখনো সুনির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হওয়া একটু দুঃসাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে সম্প্রদায়ভুক্ত বা এলাকাভিত্তিক অভিযোজন-কৌশল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হওয়া জরুরি। কেননা বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অভিযোজন-কৌশল নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার দ্য পেন্টাগনের প্রতিবেদনে জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতির ব্যাপারে আরও ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জনসংখ্যার ব্যাপক অভিগমন এবং বাস্তুচ্যুতির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

স্টকহোম সম্মেলন

সুইডেনের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৬৮ সালে মানবপরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো শনাক্ত করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তির মাধ্যমে তার সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানায়। চার বছর পর ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন স্টকহোমে ঐতিহাসিক মানবপরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্মেলনটি (United Nations conference of the Human Environment) অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ বিষয়ে এটিই প্রথম আয়োজিত বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১১৩টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক ২৬টি নীতিমালা, ১০৯টি সুপারিশ, একটি কর্মসূচি এবং একটি প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনের আলোকে গৃহীত হয় UNEP.

UNEP

পূর্ণরূপ : United Nations Environment Programme. ১৯৭২ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন যাতে ঝুঁকিপূর্ণ না হয়, সেজন্য পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ করে জাতি ও মানুষের জীবনমান উন্নত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান ও অংশীদারত্বমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এর লক্ষ্য। এর প্রধানকে বলা হয় নির্বাহী পরিচালক এবং সদর দপ্তর কেনিয়ার নাইরোবিতে।

ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন

১৯৮৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক বিশ্ব কমিশন' (The World Commission on Environment and Development) গঠন করে। তিনটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পরিবেশ ও উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ফের পরীক্ষা করে এগুলোর উন্নতি বিধানকল্পে যে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সে সম্পর্কে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তৈরি করা। এ পরিষদ ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। এ প্রতিবেদনে টেকসই উন্নয়ন ধারণার মাধ্যমে উন্নয়ন এবং পরিবেশের সরাসরি সম্পর্কের কথা বলা হয়। উন্নয়নকে অবশ্যই পরিবেশবান্ধব হতে হবে। তারা বিকল্প জ্বালানির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সার্বিক আচরণের আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে যা করা দরকার, সে সম্পর্কে একটি সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ও চুক্তি তৈরি করতে জাতিসংঘের আহ্বান জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে United Nations Conference of Environment and Development (UNCED) অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলেই ১৯৯২ সালে Reo Summit বা Earth Summit অনুষ্ঠিত হয়, যা ধরিত্রী সম্মেলন নামেও পরিচিত।

ধরিত্রী সম্মেলন

প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন : স্টকহোম কনফারেন্সের ২০তম বার্ষিকীতে জাতিসংঘ জুন ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন কনফারেন্সের (UNCED) আয়োজন করে, যা ধরিত্রী সম্মেলন নামে বহুল পরিচিত। এই সম্মেলনে ১৭৮ দেশের প্রায় ১০০০০ প্রতিনিধি এবং বেশকিছু বেসরকারি সংস্থা যোগদান করে। জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলনে

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতিসংঘ কাঠামো সনদ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই পরবর্তীতে এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। এ সম্মেলনে এজেন্ডা ২১ (জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নবিষয়ক পরিকল্পনা) গৃহীত হয়। এখানে ২১ বলতে একবিংশ শতাব্দী বোঝানো হয়েছে। এছাড়া ২৭ দফা-সংবলিত রিও ঘোষণা, বন নীতির ঘোষণা করা হয়।

Agenda-21 : এটি সম্মেলনে গৃহীত অন্যতম দলিল। দলিলটি একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে, তাই নামকরণ হয়েছে অ্যাজেন্ডা-২১। উক্ত পরিকল্পনা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে জাতিসংঘ ব্যবস্থার সংস্থাগুলো ও অন্যান্য প্রধান গোষ্ঠী প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেখানেই মানুষের তৎপরতা পরিবেশকে প্রভাবিত করে। সারা বিশ্বের পরিবেশ সমস্যাগুলোকে বিষয়ভিত্তিতে বিন্যস্ত করে সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে। ৩০০ পৃষ্ঠারও বেশি এ দলিলটিতে আছে ৪ পর্বে ৪০টি অধ্যায়। প্রথম পর্বে প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় পর্বে প্রাকৃতিক সম্পদে ব্যবস্থাপনা, তৃতীয় পর্বের মুখ্য গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা ও চতুর্থ পর্বে বাস্তবায়ন পদ্ধতি। প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ব্যয়ের (আনুমানিক ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতিবছর) ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে। একে আখ্যায়িত করা হয়েছে টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) রূপরেখা বলে। দলিলটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। অ্যাজেন্ডা-২১ বাস্তবায়নের ব্যাপারটি পরিবীক্ষণের জন্য পরবর্তীতে জাতিসংঘের অধীনে কমিশন অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (CSD) নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে যার সচিবালয় নিউইয়র্কে।

এজেন্ডা ২১ ও গ্লোবাল ফোরাম : এজেন্ডা ২১ হলো ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত একটি দলিল। গ্লোবাল ফোরাম হলো ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত এনজিওগুলোর সম্মেলন।

দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+৫) : ১৯৯৭ সালের জুন মাসে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সম্মেলন, যা ধরিত্রী সম্মেলন + ৫ (Earth Summit+5) হিসেবেও পরিচিত। ওই সম্মেলনে ধরিত্রী সম্মেলন ১৯৯২-পরবর্তী অবস্থাকে মূল্যায়ন করা হয়। দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও বিশ্বের পরিবেশ অবক্ষয়ের মাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সম্মেলনে সরকারগুলো পানি, জ্বালানি, পরিবহণ, পর্যটনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করে।

তৃতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+১০) : প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (World Summit on sustainable Development, WSSD) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ধরিত্রী সম্মেলন ২০০২ বা রিও + ১০ নামে পরিচিত। টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে এটিই প্রথম সম্মেলন।

চতুর্থ ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+২০) : প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে টেকসই উন্নয়নবিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ধরিত্রী সম্মেলন ২০১২ বা রিও+২০ নামে পরিচিত। এখানে টেকসই উন্নয়নে 'প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো' তৈরি করার; সবুজ অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

IUCN

IUCN একটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী সংস্থা। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের গ্লান্ড শহরে। IUCN ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে IUPN (**International Union for the Protection of Nature**) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে এটি IUCN (**International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources**)-এ পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য– প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা। বাংলাদেশ IUCN-এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭২ সালে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৯ সালে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশে IUCN তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

Green Politics

পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষাকে রাজনীতির ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করার কারণে রাজনীতির সঙ্গে গ্রিন বা সবুজ বিশেষণকে যুক্ত করা হয়। নিউজিল্যান্ডের ভ্যালুস পার্টিকে (Values Party) পৃথিবীর প্রথম গ্রিন পার্টি বলে মনে করা হয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। অবশ্য নিউজিল্যান্ডের জাতীয় রাজনীতিতে এই পার্টি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সফল হয়নি।

IPCC

পূর্ণ রূপ : Intergovernmental Panel on Climate Change. জলবায়ু পরিবর্তনের 'ঝুঁকি মূল্যায়নে' কাজ করে। এটি UNEP ও WMO-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়। গঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। সদস্যসংখ্যা ১৯৫। প্রকৃতপক্ষে এই প্যানেল হচ্ছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ২৫০০ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ একটি নেটওয়ার্ক, যা এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহের মূল্যায়ন করে। ১৯৮৯ সালে এই প্যানেলেই আবিষ্কার করে যে, মানুষের নানা কার্যক্রমের ফলে বিশ্বের জলবায়ু ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে যার পরিণতিতে জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৯৯৫ সাল নাগাদ নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী কম্পিউটার মডেলে প্রবেশের সুযোগে এই প্যানেল আবিষ্কার করে যে, বিশ্ব জলবায়ুর ওপর দৃষ্টিগ্রাহ্য মানব-প্রবাহ রয়েছে। আইপিসিসির বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে প্রমাণাদি থেকে এটি পরিষ্কার যে, ১৯৯২ সালের লক্ষ্যমাত্রায় সময়মতো পৌঁছানো গেলেও বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি রোধ হবে না। এজন্য অপরিহার্য হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অতিরিক্ত হ্রাস। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্ত সরকার প্যানেল (আইপিসিসি) ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন দেশের ঝুঁকির পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

Green Peace

একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংস্থা। পরিবেশ বিষয়ে প্রথাবিরোধী এবং উচ্চকিত প্রতিবাদের জন্য আলোচিত। ১৯৭১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পারমাণবিক যুদ্ধ তথা পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর মধ্য দিয়ে এ সংস্থার পদচারণা শুরু হয়। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলাস্কার এম চিটকা দ্বীপে অনেকগুলো পারমাণবিক পরীক্ষার ঘোষণা দেয়। এই পরিবেশবিরোধী ঘোষণার বিরুদ্ধে কিছুসংখ্যক মার্কিন ও কানাডীয় নাগরিক একটি জাহাজে করে আলাস্কা দ্বীপে যাত্রা করে। তাদের প্রতিবাদের কারণে একটি মাত্র পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এই দ্বীপটিকে পরে পাখির অভয়ারণ্য করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে গ্রিন পিস অ্যান্টার্কটিকায় ওয়ার্ল্ড পার্ক পতাকা উত্তোলন করে। এ সংগঠন বিশ্বের সর্বত্র রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন পরিচালনা করছে। ১৯৯৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে এ সংগঠন তাদের নিজস্ব জাহাজ 'রেইনবো ওয়ারিয়র' এর মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়।

ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউট (World Watch Institute)

- পরিচিতি → বিশ্ব পরিবেশবাদী সংস্থা
- প্রতিষ্ঠা → ১৯৭৪ সালে
- সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
- উদ্দেশ্য → বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ করা এর কাজ

ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট (World Resources Institute)

- প্রতিষ্ঠা → ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ
- সদর দপ্তর → ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র
- উদ্দেশ্য → বিশ্বের সবচেয়ে বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট (ডাব্লিউআরআই)। প্রতিষ্ঠানটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দূষণ, খাদ্য, পানিসহ ছয়টি বিষয় নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করে থাকে। কোন দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস বেশি উদগিরণ করে, সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেয় ডব্লিউআরআই

Arctic Council

- Arctic শব্দের অর্থ → উত্তর মহাসাগর
- আর্কটিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৯৬ সালের অটোয়া ডিক্লারেশনের মাধ্যমে
- আর্কটিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় → ১৯৯১ সালে Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS)-এর মাধ্যমে
- সদস্য → ৮টি– ১. আইসল্যান্ড, ২. সুইডেন, ৩. ডেনমার্ক, ৪. ফিনল্যান্ড, ৫. নরওয়ে, ৬. রাশিয়া, ৭. কানাডা, ৮. যুক্তরাষ্ট্র (অর্থাৎ স্ক্যানডিনেভিয়ান ৫টি দেশ + রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র) পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ৩৮টি।
- প্রধান উদ্দেশ্য → সদস্যদেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বাড়ানো, যাতে টেকসই উন্নয়ন হয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা হয়
- সংস্থাটি মূল গবেষণা → জলবায়ু পরিবর্তন, তেল-গ্যাস এবং আর্কটিক শিপিং নিয়ে

বিদ্র. : উত্তর মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলো আর্কটিক কাউন্সিলের সদস্য।

Green Cross International

- সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত → পরিবেশ সংস্থা
- প্রতিষ্ঠা → ১৯৯৩
- সদস্য → ১২টি
- সদর দপ্তর → মস্কো

E-8

- E-8 হলো → বিশ্বে পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ ও সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন
- E-8 ভুক্ত দেশ ও সংগঠন → ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, EU
- E-8 ভুক্ত দেশগুলো বিশ্ব গ্রিনহাউস গ্যাসের → ৭০ শতাংশ নির্গমন করে

V-20

২০১৫ সালে পেরুর রাজধানী লিমায় ফিলিপাইনের উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করে 'ভালনারেবল টোয়েন্টি', যার সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ভি-২০। বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা ৭০ কোটির বেশি মানুষের বসবাসকারী ২০টি দেশ নিয়ে গঠিত জোট। প্রতিষ্ঠাকালীন রাষ্ট্র– ২০টি (বর্তমানে ৬৮টি) প্রতিষ্ঠাকালীন ২০টি দেশ হচ্ছে–

১. **এশিয়া (৮টি দেশ) :** আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, পূর্ব তিমুর, নেপাল, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন।
২. **আফ্রিকা (৭টি দেশ) :** ইথিওপিয়া, ঘানা, কেনিয়া, কিরিবাতি, মাদাগাস্কার, তানজানিয়া, রুয়ান্ডা।
৩. **ক্যারিবিয়ান (উত্তর আমেরিকার ৩টি দেশ) :** বার্বাডোজ, কোস্টারিকা, সেন্ট লুসিয়া।
৪. **ওশেনিয়া (২টি দেশ) :** টুভ্যালু, ভানুয়াতু।

CVF

CVF-এর পূর্ণরূপ- Climate Vulnerable Forme. এটি জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহের একটি সংগঠন। সদস্য দেশ- ৭০টি। বর্তমান সভাপতি-ঘানা। প্রতিষ্ঠা ২০০৯।

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক হলো ২০১৫ সালের মার্চে জাপানের সেন্দাই শহরে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত উদ্যোগ। নতুন এই ফ্রেমওয়ার্কে প্রিভেনশনের ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। তাই টেকসই উন্নয়ন জোরদার করে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মহাপরিকল্পনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। সম্মেলনে চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফ্রেমওয়ার্কে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সংবেদনশীল পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। তাই অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সর্বজনীন ম্যাপ সম্পর্কে বারবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০৩০) অর্জনে 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক' সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পরিবেশবিষয়ক কনভেনশন

রামসার কনভেনশন

নদনদী, হাওর, বিল, হ্রদ, পুকুরসহ বিভিন্ন ধরনের জলাশয় যে কোনো দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসব জলাশয়ের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ এমনকি মানুষ। তবে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কারণে মিঠাপানির জলাশয়ের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ধারণা করা হয়, গত এক শতকে বিশ্বের প্রায় ৬৪ শতাংশ মিঠাপানির জলাশয় প্রকৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এসব জলাশয় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা রামসার কনভেনশন নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। রামসার কনভেনশন কার্যকর হয় ১৯৭৫ সালে। বর্তমানে এই চুক্তির অধীনে বিশ্বের ১৭২টি দেশ গুরুত্বপূর্ণ জলাশয় সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশের জলজ প্রতিবেশের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন জলাশয় রামসার এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী ২৫২০টি রামসার এলাকা রয়েছে, যার মোট আয়তন ২০৮ মিলিয়ন হেক্টরেরও বেশি। বাংলাদেশেও দুইটি রামসার এলাকা রয়েছে– একটি সুন্দরবন; অপরটি টাঙ্গুয়ার হাওর।

ভিয়েনা কনভেনশন

- ভিয়েনা কনভেনশন হলো → জাতিসংঘের ওজোন স্তরের সুরক্ষা ও সংরক্ষণবিষয়ক কনভেনশন
- গৃহীত হয় → ২২ মার্চ ১৯৮৫; কার্যকর হয় ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে
- পুরো নাম → Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer
- বাংলাদেশ ভিয়েনা কনভেনশন অনুমোদন করে → ২ আগস্ট ১৯৯০

জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন

- জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন হলো → জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ; এর উপাদানগুলোর টেকসই ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জেনেটিকে রিসোর্স ব্যবহার বিষয়ক কনভেনশন
- জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় → ৫ জুন ১৯৯২; রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল
- জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন কার্যকর হয় → ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩
- বাংলাদেশ অনুমোদন করে → ১৯৯৪ সালে

বাসেল কনভেনশন

- বাসেল কনভেনশন হলো → বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণবিষয়ক কনভেনশন
- বাসেল কনভেনশনের পুরো নাম → Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
- বাসেল কনভেনশন গৃহীত হয় → ২২ মার্চ ১৯৮৯; বাসেল, সুইজারল্যান্ড
- বাসেল কনভেনশন কার্যকর হয় → ৫ মে ১৯৯২
- বাংলাদেশ অনুমোদন করে → ১ এপ্রিল ১৯৯৩

UNFCCC

পূর্ণ রূপ United Nations Framework Convention on Climate Change. জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৯০ সালে Intergovernmental Negotiating Committee (INC) গঠন করা হয় এবং কনভেনশনটি জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ৯ মে ১৯৯২ গৃহীত হয়। পরে কনভেনশনটি রাষ্ট্রগুলোর স্বাক্ষরের জন্য জুন ১৯৯২ ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে (Earth Summit) উন্মুক্ত করা হয় এবং কার্যকর হয় ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চ। এই কনভেনশনের মূল লক্ষ্য ছিল বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার এমন অবস্থায় স্থিতিশীল রাখা, যাতে জলবায়ুগত

মানবিক পরিবেশের জন্য তা বিপত্তিকর না হয়। এই কনভেনশন কমিটি জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। এটি প্রতি বছর Conference of the Parties (COP) নামে বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন করে থাকে। সর্বশেষ সম্মেলন COP-25 স্পেনের মাদ্রিদ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন	সময়কাল	স্থান
COP-1	২৮ মার্চ-৭ এপ্রিল ১৯৯৫	বার্লিন, জার্মানি
COP-2	৮-১৯ জুলাই ১৯৯৬	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
COP-3	১-১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭	কিয়োটো, জাপান
COP-4	২-১৩ নভেম্বর ১৯৯৮	বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেন্টিনা
COP-5	২৫ অক্টোবর-৫ নভেম্বর ১৯৯৯	বন, জার্মানি
COP-6	১৩-২৪ নভেম্বর ২০০০	দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস
COP-7	২৯ অক্টোবর-৯ নভেম্বর ২০০১	মারাকেশ, মরক্কো
COP-8	২৩ অক্টোবর-১ নভেম্বর ২০০২	নয়াদিল্লি, ভারত
COP-9	১-১২ ডিসেম্বর ২০০৩	মিয়ান, ইতালি
COP-10	৬-১৭ ডিসেম্বর ২০০৪	বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেন্টিনা
COP-11	২৮ নভেম্বর-৯ ডিসেম্বর ২০০৫	মনট্রিল, কানাডা
COP-12	৬-১৭ নভেম্বর ২০০৬	নাইরোবি, কেনিয়া
COP-13	৩-১৪ ডিসেম্বর ২০০৭	বালি, ইন্দোনেশিয়া
COP-14	১-১২ ডিসেম্বর ২০০৮	পোজনান, পোল্যান্ড
COP-15	৭-১৮ ডিসেম্বর ২০০৯	কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক
COP-16	২৯ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর ২০১০	কানকুন, মেক্সিকো
COP-17	২৮ নভেম্বর-৯ ডিসেম্বর ২০১১	ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা
COP-18	২৬ নভেম্বর-৯ ডিসেম্বর ২০১২	দোহা, কাতার
COP-19	১১-২২ নভেম্বর ২০১৩	ওয়ারশ, পোল্যান্ড
COP-20	১-১২ ডিসেম্বর ২০১৪	লিমা, পেরু
COP-21	২৯ নভেম্বর-১২ ডিসেম্বর ২০১৫	প্যারিস, ফ্রান্স
COP-22	৭-১৮ নভেম্বর ২০১৬	মারাকেশ, মরক্কো
COP-23	৬-১৭ নভেম্বর ২০১৭	বন, জার্মানি
COP-24	২-১৫ ডিসেম্বর ২০১৮	কাতোভিচ, পোল্যান্ড
COP-25	২-১৫ ডিসেম্বর ২০১৯	মাদ্রিদ, স্পেন
COP-26	৮-২০ নভেম্বর ২০২১	স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো
COP-27	নভেম্বর ২০২২	শামস আল শেখর, মিশর
COP-28	নভেম্বর ২০২৩	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
COP-29	১১-২২ নভেম্বর ২০২৪	বাকু, আজারবাইজান

কোপেনহেগেন সম্মেলন (Cop-15)

- COP-15 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় → ২০০৯ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে
- সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো → গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনের অঙ্গীকার করে
- এ সম্মেলনেই প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার ব্যাপারে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ঐকমত্যে পৌঁছে। সম্মেলনে Green Climate Fund বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে ২০২০ সাল থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।
- তখন গবেষকরা বলেছিলেন উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রের পানি বেড়ে যাবে এবং উপকূলের মানুষ প্রতি ৭ জনে ১ জন মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। বাংলাদেশ কোপেনহেগেন সম্মেলনে এসব উদ্বাস্তু মানুষদের Universal Natural Person হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু এ দাবি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

প্যারিস বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP-21)

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)-এর আওতায় ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (21st Conference of the Parties or COP21) অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনটি বাংলাদেশসহ বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত ছিল। এই সম্মেলনে কনভেনশনের সব সদস্যদেশের ১৯৫ দেশ ও ইউরোপীয় জোট ঐকমত্যের ভিত্তিতে UNFCCC-এর আওতায় একটি জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি গৃহীত হয়, যা ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement) নামে অভিহিত।

চুক্তিটি ২২ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের ২১ এপ্রিল পর্যন্ত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় (চুক্তির আর্টিকেল ২০ ও ২১ অনুযায়ী)। এদিকে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বান কি মুনের আমন্ত্রণে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২২ এপ্রিল ২০১৬ একটি ঐতিহাসিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের সদস্যদেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১৭৫ দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ঘটনা। বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল এই দিনে মার্কিন সিনেটর গে-লর্ড নেলসন ধরিত্রী দিবসের প্রচলন করেন।

সম্মেলন COP-27

জলবায়ুতে মানুষের সৃষ্টি ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় ১৫৪টি দেশ ১৯৯২ সালে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে (UNFCCC) স্বাক্ষর করে। তারপর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলন (COP) প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আলোচনা করা হয় যে, ঠিক কীভাবে এটি কমিয়ে আনার উপায় অর্জন করা উচিত এবং কী অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা। বাংলাদেশ ও অন্যান্য জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মিশরে অনুষ্ঠিত 'কপ-২৭'-এর সাফল্যসমূহের মধ্যে রয়েছে একটি 'ক্ষতি ও লোকসান' তহবিল গঠন করা, যা অভিযোজনবিষয়ক বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনের অনুকূল একটি চুক্তি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ু প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সমাধান কাজে লাগানোয় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'কপ- ২৭'-এ একটি নতুন পাঁচ বছরব্যাপী কার্যক্রম-নির্ভর কর্মসূচি প্রণয়ন।

সম্মেলন COP-28

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে অনুষ্ঠিত হয় কপ-২৮ সম্মেলন। এ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় তেল কোম্পানির প্রধান সুলতান আল জাবের। এই সম্মেলনে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে ক্রমান্বয়ে সরে আসা।
- গ্লোবাল স্টকটেক প্রতিবেদন গৃহীত।
- নবায়নযোগ্য শক্তির পরিমাণ বাড়িয়ে ৩ গুণ করতে হবে ২০২৩ সালের মধ্যে।
- লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড গঠন।
- CO_2 নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনা ২০৫০ সালের মধ্যে।

পরিবেশবিষয়ক প্রটোকল

মনট্রিল প্রটোকল

- মনট্রিল প্রটোকল হলো → বায়ুমণ্ডলে স্ট্যাটোস্ফিয়ারিক স্তরে অবস্থিত ওজোন স্তর রক্ষাবিষয়ক প্রটোকল। প্রটোকল হয় সাধারণত কনভেনশন হওয়ার আগে এবং প্রটোকল কনভেনশন বাস্তবায়নে তাগাদা দেয়। যেমন– ভিয়েনা কনভেনশন দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য মনট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয়।
- পুরো নাম → Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
- মনট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয় → ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭; মনট্রিল, কানাডা
- মনট্রিল প্রটোকল কার্যকর হয় → ১ জানুয়ারি ১৯৮৯
- মোট অনুমোদনকারী পক্ষ → ১৯৭ (১৯৬ দেশ + ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন)

- বাংলাদেশ অনুমোদন করে → ২ আগস্ট ১৯৯০
- মনট্রিল প্রটোকল সংশোধন করা হয় → ৫ বার
- বিশ্ব ওজোন দিবস→ ১৬ সেপ্টেম্বর

কার্টাগেনা প্রটোকল

- কার্টাগেনা প্রটোকল হলো → জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা পরিমার্জিত প্রাণের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রটোকল অর্থাৎ জৈব নিরাপত্তা প্রটোকল
- কার্টাগেনা প্রটোকলের পুরো নাম → Cartagena Protocol in Biosafety to the convention on Biological Diversity
- কার্টাগেনা প্রটোকল গৃহীত হয় → ২৯ জানুয়ারি ২০০০; মনট্রিল কানাডা
- কার্টাগেনা প্রটোকল কার্যকর হয় → ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে → ২০০০ সালে ২৪ মে
- বাংলাদেশ অনুমোদন করে → ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

কিয়োটো প্রটোকল

- ভূমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি ও আবহমণ্ডলের পরিবর্তন রোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় কিয়োটো প্রটোকল।
- ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড ও গ্রিনহাউস গ্যাস উদগিরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল বিশ্বের ১৯২টি (ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত হয়েছে।
- স্বাক্ষরিত হয় → ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭; জাপানের কিয়োটোয়
- প্রটোকল কার্যকর হয় → ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
- কিয়োটো প্রটোকল বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন প্রয়োজন ছিল → ১৪৪টি দেশের
- কিয়োটো প্রটোকল অনুসারে ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাস করার কথা → ৫.২%
- যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর করেছিল → ১২ নভেম্বর ১৯৯৮ (প্রত্যাহার ২০০১ সালে)
- বাংলাদেশ কিয়োটো প্রটোকল অনুমোদন করে → ২২ অক্টোবর ২০০১
- Kyoto Protocol-এর প্রথম Commitment Period শেষ হয়েছে → ২০১২ সালে
- মেয়াদ বাড়ানো হয় → ২০১২ সালে কাতারের দোহা সম্মেলনে ২০২০ সাল পর্যন্ত

নাগোয়া প্রটোকল

পৃথিবীব্যাপী বন ও প্রবাল প্রাচীরসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঐতিহাসিক চুক্তি হলো নাগোয়া প্রটোকল। জাপানের নাগোয়া শহরে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ১২ দিনব্যাপী জীববৈচিত্র্যবিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী দিনে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সম্মেলনে যোগ দেওয়া ১৯৩টি দেশ ১০ বছরব্যাপী ২০২০ সাল নাগাদ কার্বন-দূষণ বন্ধ, বন ও প্রবাল প্রাচীর রক্ষা, হ্রদ ও জলভাগের অংশবিশেষ সংরক্ষণ এবং মৎস্যসম্পদ টিকিয়ে রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার করেছে রাষ্ট্রগুলো। নাগোয়া চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হলো জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ১৭ শতাংশ ভূমি ও ১০ শতাংশ সমুদ্র এলাকা সংরক্ষণে মতৈক্যে পৌঁছানো। গ্রিনপিস অবশ্য ২০ শতাংশ সমুদ্র সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আসছিল। সংগঠনটির চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে– জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ৪০ শতাংশ সমুদ্রাঞ্চল সংরক্ষণ করা। নাগোয়া চুক্তির দুর্বলতা হলো– এ চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র সই করেনি। মূলত ১৯৯২ সালের কনভেনশন অন বায়োডাইভার্সিটি বাস্তবায়নের জন্য এ চুক্তিটি করা হয়। ২০১৪ সালে ১২ এপ্রিল এই চুক্তি কার্যকর হয়। ১০২টি দেশ নাগোয়া প্রটোকলের অংশীদার।

সবুজ অর্থনীতি

প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নই সবুজ অর্থনীতি। সহজভাবে বলতে গেলে, সবুজ অর্থনীতি হলো সেই অর্থনীতি, যা মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে; কিন্তু একই সঙ্গে পরিবেশগত ঝুঁকি কমাবে এবং অভাব দূর করবে।

সবুজ অর্থনীতির জন্য দোহা সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়–

১. কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা আরও কমাতে হবে;
২. সব দেশই কার্বন নিঃসরণ কমাবে– এই ধারণাটির ওপর সমর্থন দেওয়া;
৩. এমন একটি আইন থাকতে হবে, যাতে কোনো দেশ এই কিয়োটো প্রটোকল থেকে প্রত্যাহার করতে না পারে;
৪. গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া;
৫. জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ে আলাদা জাতিসংঘের সনদ থাকতে হবে;
৬. ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামকে একটি স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা এবং
৭. জলবায়ু তহবিলে জাতীয় মালিকানা থাকতে হবে।

ব্লু-ইকোনমি

ব্লু-ইকোনমি ধারণাটির জনক Gunter Pauli তাঁর The Blue Economy 10 years-100 Innovations -100 million Jobs নামক বইটিতে সর্বপ্রথম ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি নিয়ে আলোকপাত করেন। তবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচয় লাভ করে ২০১২ সালের ২০-২২ জুন জাতিসংঘের উদ্যোগে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও শহরে অনুষ্ঠিত The United Nation Sustainable Development Conference এর মাধ্যমে। ২০১৫ সালে বিশ্বখ্যাত ইকোনমিস্টের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের মতে, ব্লু-ইকোনমি হলো টেকসই সমুদ্র অর্থনীতি, যেখানে সমুদ্রকে প্রাণবন্ত ও সুস্থ রাখতে সহায়তা করতে এর ইকো-সিস্টেমের দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতার সঙ্গে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ভারসাম্য রাখতে হয়। বর্তমানে বিশ্বের মোট বাণিজ্যের ৮০ শতাংশই হয় সমুদ্রপথে।

পরিবেশ জোট ও অন্যান্য

LDC (Least Development Countries) : LDC-ভুক্ত ৪৫টি দেশগুলো জলবায়ু ঝুঁকি নিরসন ও অভিযোজনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

AOSIS (Alliance of Small Island States) : Small Island Developing States (SIDS)-এর অন্তর্ভুক্ত নিম্নভূমি ও ছোট দ্বীপবিশিষ্ট ৩৯টি রাষ্ট্রের গ্রুপ। এ রাষ্ট্রগুলোও LDC-ভুক্ত কিন্তু ভয়াবহ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার।

Environmental Integrity Group (EIG) : ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত মেক্সিকো, লিচেনস্টাইন, মোনাকো, কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড ও জর্জিয়ার একটি গ্রুপ।

Umbrella Group : কিয়োটো প্রটোকল বাস্তবায়নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ব্যতীত অন্যান্য উন্নত কিছু দেশের গ্রুপ।

Annex-I : কিয়োটো প্রটোকলে উল্লেখিত ৪৩টি শিল্পপ্রধান দেশের তালিকা যারা শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী। তারা জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার এমন দেশকে জিডিপির ৭% ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা।

Ambassadors with Responsibilies to Climate Change-ARC : জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দায়িত্ববিষয়ক রাষ্ট্রদূত ফোরাম।

Climate Vulnerability Monitor : জলবায়ু ঝুঁকি প্রবণতা তদারকি করে। ২০১০ সাল থেকে জলবায়ু ঝুঁকি প্রবণতা তদারকি বিষয়ক কাজ করছে।

Friends of the Earth International (FoEI) : ১৯৬৯ সাল থেকে জলবায়ু ঝুঁকি সচেতনতা বিষয়ক কাজ করছে।

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) : জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ গঠিত হয়। ১৯-২০ অক্টোবর ২০১৮ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত P4G বৈশ্বিক জোটের প্রথম বৈঠকে বাংলাদেশ এ জোটে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানায়।

গ্রি ফিফটি : পরিবেশবাদী সংগঠন।

WWF : World Wide Fund for Nature. প্রতিষ্ঠা ১৯৬১ সালে। পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করে। এর সহযোগিতায় মার্চের শেষ সপ্তাহে ১ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকার কর্মসূচি হলো Earth Hour.

EEA : European Environmental Agency. স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯০ সালে। কার্যকর ১৯৯৩ সালে; সদর দপ্তর কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক।

GEF : পূর্ণ রূপ– Global Environment Facility. ১৯৯২ সালে রিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গঠিত হয়। উদ্দেশ্য– পরিবেশের উন্নয়নে সহায়তা করা।

ISO-14000 : আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন কর্তৃক পণ্যের পরিবেশগত মান নিরূপণের জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড। পরিবেশবান্ধব নীতি থেকে উক্ত ব্যবস্থা আরোপিত হয়ে থাকে।

Green Deal : সম্প্রতি ২০৫০ সালের মধ্যে ইউরোপীয় অঞ্চলকে কার্বন নিরপেক্ষ করে তোলার জন্য অথ্যাৎ জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশিক উষ্ণতা মোকাবিলা করার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি Green Deal রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এ রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় ১৪ জানুয়ারি ২০২০ ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে।

One Planet Summit : বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা বিষয়ক সম্মেলন। প্রথম সম্মেলন হয় ২০১৭ সালে ।

Sierra Club : যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরিবেশবিষয়ক সংস্থা। ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার

জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কার : ২০০৪ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থা কর্তৃক চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কার প্রবর্তনের নিয়ম চালু করলেও ২০০৫ সাল থেকে পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। মোট ৪টি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। নীতিনির্ধারণ, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও সুশীল সমাজ– এই চার ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়।

মিস আর্থ প্রতিযোগিতা : পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফিলিপাইনের পরিবেশবাদী সংগঠন 'ক্যারাউজ্যাল প্রোডাকশন্স' কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতা।

গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ : এটিকে 'পরিবেশের নোবেল' বলা হয়। প্রবর্তন হয় ১৯৯০ সালে।

UNEP Sasakawa Environment Prize : ইউনেপ সাসাকাওয়া পরিবেশ পুরস্কার পরিবেশের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার হিসেবে বিবেচিত। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব-পরিবেশের ওপর জাতিসংঘের সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশে পুরস্কার প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। ১৯৮২ সালে ইউনেপের গভর্নিং কাউন্সিল জাপান শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রস্তাব অনুমোদন করে, যা পরবর্তীতে সাসাকাওয়া আন্তর্জাতিক পরিবেশ পুরস্কার প্রবর্তন ও প্রচলনে অর্থায়ন করে।

পরিবেশবিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস

তারিখ	দিবস
২ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব জলাভূমি দিবস
১৪ ফেব্রুয়ারি	সুন্দরবন দিবস
৩ মার্চ	বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস
২১ মার্চ	বিশ্ব বন দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
মার্চের শেষ শনিবার	আর্থ আওয়ার (Earth Hour)
এপ্রিলের যে-কোনো বুধবার	আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
২২ মে	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৭ জুন	বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস
২১ জুন	বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফিক দিবস
২৯ জুলাই	বিশ্ব বাঘ দিবস
১৬ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর সংরক্ষণ দিবস
২২ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব গাড়িমুক্ত বিদস
২৭ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব পর্যটন দিবস
৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রাণী দিবস
১৩ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস
১৯ নভেম্বর	বিশ্ব টয়লেট দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ দিবস
১১ ডিসেম্বর	বিশ্ব পর্বত দিবস

প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বাংলাদেশ

- দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো হলো → ১. বন্যা, ২. ঘূর্ণিঝড়, ৩. টর্নেডো, ৪. নদীভাঙন, ৫. ভূমিকম্প, ৬. খরা, ৭. আর্সেনিক দূষণ, ৮. লবণাক্ততা, ৯. সুনামি, ১০. অগ্নিকাণ্ড, ১১. অবকাঠামোগত বিপর্যয়, ১২. ভূমিধস, ১৩. বজ্রপাত (১৭ মে ২০১৬ বজ্রপাতকে ১৩তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)
- বর্তমান বিশ্বে বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় → বাংলাদেশে
- ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) → ঘূর্ণিঝড়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'সাইক্লোন' গ্রিক শব্দ 'কাইক্লোস' থেকে এসেছে; অর্থ কুণ্ডলী পাকানো সাপ
- বজ্রঝড় (Thunderstorms) → এক ধরনের ক্রান্তীয় ঝড়, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো সহযোগে সংঘটিত ভারি বর্ষণ অথবা শিলাবৃষ্টি
- জলোচ্ছ্বাস (Tidal Bore) → সংকীর্ণ ও অগভীর নদীপথ অথবা মোহনায় প্রবল জোয়ারের সময় সৃষ্ট প্রাচীরাকৃতির উত্থিত তরঙ্গ
- ভূমিধস (Landslide) → অভিকর্ষিত প্রভাবে অপেক্ষাকৃত শুকনা ভূখণ্ড, শিলা বা উভয়ের প্রত্যক্ষভাবে নিম্নমুখী অবনমন বা পতন
- বন্যা (Flood) → তুলনামূলকভাবে পানির উচ্চপ্রবাহ, যা কোনো নদীর প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম তীর অতিক্রম করে ধাবিত হয়
- সাইক্লোন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন → ড. হেনরি পিডিংটন ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত সামুদ্রিক দুর্যোগবিষয়ক পুস্তক The Sailor's Horn-book for the Law of Storms-এ।
- ভূমিকম্প রিখটার স্কেল ফরমুলায় যত পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহৃত হয় → ১-১০ পর্যন্ত
- ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্রের নাম → সিসমোগ্রাফ
- ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম → রিখটার স্কেল
- সুনামি → ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় সাগরে বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়ে যে জলোচ্ছ্বাস হয়, তাকে সুনামি বলে। সুনামি জাপানি ভাষার শব্দ।

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- Ecosystem covers the largest area of the earth's surface → Marine Ecosystem
- গ্রিনহাউসে গাছ লাগানো হয় → অত্যধিক ঠান্ডা থেকে রক্ষার জন্য
- জীবজগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক রশ্মি → গামা রশ্মি
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে → প্রাকৃতিক পরিবেশ
- ওজোন স্তরের ফাটলের জন্য মুখ্যত দায়ী → ক্লোরোফ্লোরোকার্বন
- জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে → কার্বন ডাই-অক্সাইড

- গ্রিনহাউস ইফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর প্রত্যক্ষ ক্ষতি → নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে
- গ্রিনহাউস ইফেক্ট হলো → তাপ আটকে পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- 'গ্রিনহাউস ইফেক্ট' এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে মারাত্মক ক্ষতি হবে, তা হলো → উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে
- গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া এই দেশের জন্য ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে → সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে
- আমাদের দেশে বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ → গাছপালা O_2 ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে ও জীবজগৎকে বাঁচায়
- বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর অবক্ষয়ে যে গ্যাসটির ভূমিকা সর্বোচ্চ → CFC বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন
- নিত্যব্যবহার্য 'অ্যারোসোলের' কৌটায় এখন লেখা থাকে 'সিএফসি' বিহীন। সিএফসি গ্যাস ক্ষতিকারক → ওজোন স্তরে ফুটো সৃষ্টি করে
- সিডর (SIDR) শব্দের অর্থ → চোখ
- বিশ্ব বাঘ দিবস → ২৯ জুলাই
- আন্তর্জাতিক বন দিবস উদযাপিত হয় → ২১ মার্চ
- প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় → ৫ জুন
- কোনো দেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সেই দেশের বনভূমি থাকা প্রয়োজন → শতকরা ২৫ ভাগ
- CFC হলো → ওজোন স্তর ধ্বংস করে
- পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী → কার্বন ডাই-অক্সাইড
- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যত শতাংশের বেশি হলে কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না → ২৫%
- গ্রিনহাউস গ্যাস হলো → কার্বন ডাই-অক্সাইড
- বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরটির নাম হচ্ছে → স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার
- আদর্শ মাটিতে জৈব পদার্থ শতকরা ভাগ → ৫%
- বায়ুমণ্ডলের যে উপাদান অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে → ওজোন
- CFC গ্যাস দায়ী → ওজোন স্তর নষ্ট করার জন্য
- পুকুরের ইকোসিস্টেমের একটি জড় উপাদান → অক্সিজেন
- বৈশ্বিক উষ্ণতার (Global warming) কারণে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর প্রত্যক্ষ ক্ষতি হবে → নিম্নভূমি ডুবে যাবে
- গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাসের মধ্যে অন্যতম → কার্বন ডাই-অক্সাইড
- গ্রিনহাউস ইফেক্টের জন্য দায়ী → বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড
- যানবাহনের কালো ধোঁয়া যেভাবে পরিবেশ দূষিত করে → বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে
- মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর → ট্রপোমণ্ডল
- সবচেয়ে ক্ষতিকর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি → UV-C
- দূষিত বাতাসে যে গ্যাস ওজোন স্তরের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে → ক্লোরোফ্লোরো কার্বন
- বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ → ৭৮.০২ ভাগ
- অ্যাসিড বৃষ্টি হয় → বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের আধিক্যে
- বায়ুদূষণের জন্য যে গ্যাস → CO_2
- রেফ্রিজারেটরে যে গ্যাস/তরল থাকে → ফ্রেয়ন
- ফ্রেয়ন যার ট্রেড নাম → CFC
- গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় যে বিষাক্ত গ্যাস থাকে, তা হলো → কার্বন মনোক্সাইড
- সিএফসি বায়ুমণ্ডলের স্তরের ক্ষতি করছে → স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার
- ম্যানগ্রোভ বন → সুন্দরবন
- যে গ্যাসটি ওজোন গ্যাসকে ভাঙতে সাহায্য করে → ক্লোরিন
- অতিবেগুনি রশ্মি আসে → সূর্য থেকে
- ই-৮ হচ্ছে → পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ
- ওজোন স্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে যে গ্যাস → ক্লোরিন
- পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার বড় কারণ → পরিবেশ দূষণ হ্রাস
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে প্রতি লিটার পানিতে → ০.০১ মিলিগ্রাম
- SMOG হচ্ছে → দূষিত বাতাস
- বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের গর্ত সম্পর্কে যে তথ্যটি সত্যি নয় → এল নিনোর প্রভাবে এই গর্ত সৃষ্টি হয়
- বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে ওজোনস্তর রয়েছে → স্ট্র্যাটোমণ্ডল
- লা নিনা যে ভাষার শব্দ এবং এর দ্বারা বোঝায় → স্পেনীয়; দুরন্ত বালিকা অর্থে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যা
- প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী → মানুষ
- বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হয় → ১ জানুয়ারি ২০০২
- পৃথিবীর বিশাল প্রাকৃতিক শোধনাগার হলো → মাটি
- গ্রিনহাউস ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক → সিএফসি
- ঢাকা শহরের বাতাসে বিপজ্জনক ধাতব দূষণ → সিসা
- CFC বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয় → ১৯৭৩ সালে
- প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস হচ্ছে → CO_2
- ধরিত্রী সম্মেলন যে শহরে অনুষ্ঠিত হয় → রিও ডি জেনিরো
- কিয়োটো চুক্তির মূল বিষয় → উষ্ণতা হ্রাস
- চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় → বেইজিংয়ে
- 'গ্রিনপিস' হচ্ছে → পরিবেশ আন্দোলন গ্রুপ
- Chlorofluro Carbon আবিষ্কার করেন → Prof. T. Midgley
- কিয়োটো চুক্তির গুরুত্বের বিষয় হলো → বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাস
- জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা → IPCC
- বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ হলো → বায়ুমণ্ডলে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হওয়া
- ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে 'বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন'বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় → ডেনমার্কে
- একই ধরনের জলবায়ু, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমকে বলে → বায়োম
- International Union for conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)-এর বর্তমান নাম → World Conservation Association
- জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সংস্থা (UNEP) ও জলবায়ুবিষয়ক সংস্থার (WMO) মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে → IPCC
- গ্রিনপিস (Green peace) যে দেশের পরিবেশবাদী গ্রুপ সংস্থা → হল্যান্ড
- IUCN-এর কাজ হলো বিশ্বব্যাপী → প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা
- প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংস্থার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় → রাশিয়ার আশখাবাদে
- Green peace হলো → পরিবেশবাদী সংগঠন
- বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় → জুন ১৯৯২
- আর্কটিকের বরফ গলে যাওয়ার কারণ → বৈশ্বিক উষ্ণতা
- বিশ্বে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণে শীর্ষ দেশ → চীন
- জাতিসংঘ সমুদ্র আইন (UN Convention on the Law of the Sea) স্বাক্ষরিত হয়েছিল → ১৯৮২ সালে
- জীবজগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর রশ্মি → গামা রশ্মি
- ওজোন স্তরের ফাটলের জন্য দায়ী → ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাস
- গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া এই দেশের জন্য ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে → সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে
- আমাদের দেশে বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ → গাছপালা O_2 ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে ও জীবজগৎকে বাঁচায়
- পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী → কার্বন ডাই-অক্সাইড
- বায়ুমণ্ডলের যে উপাদান অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে → ওজোন
- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির প্রধান কারণ → গাছপালা কমে যায়
- CFC গ্যাস দায়ী → ওজোন স্তর নষ্ট করার জন্য

ক্লাস টেস্ট-১৫-১৬

১. ওজোন স্তরের ফাটলের জন্য মুখ্যত দায়ী কোন গ্যাস?
ক কার্বন মনোক্সাইড খ মিথেন
গ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ঘ কার্বন ডাই-অক্সাইড

২. 'গ্রিন পিস' কী?
ক পরিবেশ আন্দোলন গ্রুপ খ বন রক্ষাকারী স্লোগান
গ পরিবেশ রক্ষাকারী প্রযুক্তি ঘ সবুজ বিপ্লব

৩. বিশ্ব উষ্ণায়নের লক্ষণ–
ক অতিবৃষ্টি খ অনাবৃষ্টি
গ ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের বৃদ্ধি ঘ সবগুলোই

৪. গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক চীন খ যুক্তরাষ্ট্র
গ ভারত ঘ রাশিয়া

৫. বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত?
ক ০.০৩% খ ০.০২%
গ ০.৮০% ঘ ২০.৭১%

৬. IPCC নোবেল পুরস্কার পায়–
ক ২০০৫ সালে খ ২০০৭ সালে
গ ২০০৯ সালে ঘ ২০১০ সালে

৭. বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোন তারিখে পালিত হয়?
ক ৮ জুন খ ২০ জুন
গ ৫ জুন ঘ ১৯ জুন

৮. কোনটি গ্রিনহাউস ইফেক্ট সৃষ্টির সহায়ক?
ক সিএনজি খ নিওন
গ হিলিয়াম ঘ সিএফসি

৯. ই-৮ কী?
ক পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব ৮টি দেশ খ পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ
গ ধনী ৮টি দেশ ঘ শিল্পোন্নত ৮টি দেশ

১০. 'কিয়োটো চুক্তির' গুরুত্বের বিষয় কী ছিল?
ক জনসংখ্যা হ্রাস খ দারিদ্র্য হ্রাস
গ নিরস্ত্রীকরণ ঘ বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাস

১১. প্রথম পরিবেশ সম্মেলন–
ক রিও কনফারেন্স, ১৯৯২ খ বান্দুং সম্মেলন, ১৯৫৫
গ স্টকহোম সম্মেলন, ১৯৭২ ঘ বেইজিং কনফারেন্স, ১৯৯৫

১২. CFC বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন কীসের জন্য দায়ী?
ক বায়ুর উত্তাপ বাড়ার জন্য খ অ্যাসিড বৃষ্টি সৃষ্টি
গ ওজোন স্তর নষ্ট করার জন্য ঘ বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য

১৩. ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ কোন স্তরে বাধা পেয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে?
ক ট্রপোবিরতি খ আয়নস্তর
গ তাপস্তর ঘ মেসোমণ্ডল

১৪. ২৭তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP-27) কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক দোহা, কাতার খ মাদ্রিদ, স্পেন
গ বন, জার্মানি ঘ শামস আল শেখর, মিশর

১৫. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত শতাংশের বেশি হলে কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না?
ক ৩% খ ১০%
গ ১২% ঘ ২৫%

১৬. বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরটির নাম কি?
ক ট্রপোস্ফিয়ার খ স্ট্রোটোস্ফিয়ার
গ আয়ানোস্ফিয়ার ঘ এক্সোস্ফিয়ার

১৭. আদর্শ মাটিতে কত ভাগ জৈব পদার্থ থাকে?
ক ৪% খ ৫%
গ ৭% ঘ ৮%

১৮. মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর কোন মণ্ডল?
ক স্ট্রাটোমণ্ডল খ তাপমণ্ডল
গ মেসোমণ্ডল ঘ ট্রপোমণ্ডল

১৯. পানিতে কীসের পরিমাণ কমে গেলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরে যায়?
ক H_2 খ O_2
গ N_2 ঘ CFC

২০. দূষিত বাতাসের কোন গ্যাস ওজন স্তরের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে?
ক ক্লোরোফ্লোরো কার্বন খ কার্বন ডাই-অক্সাইড
গ সালফার ডাই-অক্সাইড ঘ নাইট্রিক অক্সাইড

২১. সবচেয়ে ক্ষতিকর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি কোনটি?
ক UV-C খ UV-B
গ UV-A ঘ UV-D

২২. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে প্রতি লিটার পানিতে–
ক ০.১০ মিলিগ্রাম খ ০.০০১ মিলিগ্রাম
গ ০.০১ মিলিগ্রাম ঘ ১.০১ মিলিগ্রাম

২৩. বিশ্বে মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক চীন খ জাপান
গ কাতার ঘ যুক্তরাষ্ট্র

২৪. IPCC-এর পূর্ণ রূপ কোনটি?
ক International Panel for Climate Change
খ International Place for Climate Change
গ Intergovernmental Panel on Climate Change
ঘ Intergovernmental Place for Climate Change

২৫. লা নিনা কোন ভাষার শব্দ এবং এর দ্বারা কী বোঝায়?
ক গ্রিক, ক্ষরা ও ঘূর্ণিঝড়
খ লাতিন, শৈত্যপ্রবাহ
গ স্পেনীয়; দুরন্ত বালিকা অর্থে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যা
ঘ মালয়েশীয়; বিপদ সংকেত

২৬. একই ধরনের জলবায়ু, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমকে বলে–
ক বাস্তুসংস্থান খ বায়োস্ফিয়ার
গ বায়োম ঘ বায়োসিস্টেম

২৭. Chlorofluro Carbon কে আবিষ্কার করেন?
ক Prof. A. Salam খ Prof. A. Einstein
গ Prof. T. Midgley ঘ Prof. M. Calvin

২৮. ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র কোনটি?
ক স্পারসো খ নাসা
গ হু ঘ আইইউসিএন

২৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কী?
ক প্রাকৃতিক পরিবেশ খ সামাজিক পরিবেশ
গ বায়বীয় পরিবেশ ঘ সাংস্কৃতিক পরিবেশ

লেকচার ১৭ ও ১৮

আঞ্চলিক সংস্থা : SAARC, ASEAN, BIMSTEC, OIC, GCC, AU, EU, NATO, APEC, OPEC

অর্থনৈতিক সংস্থা : IMF, WB, WB Group, WTO, NDB, AIIB.

৩৫-৪৬তম প্রিলিমিনারি প্রশ্ন

- ব্রিকসের সবশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় → ব্রাজিল [৩৫তম বিসিএস]
- সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কবে → ১৯৮৫ সালে [৩৬তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সদর দপ্তর কোথায় → জেনেভা [৩৬তম বিসিএস]
- আরব লিগ প্রতিষ্ঠা পায় → ১৯৪৫ সালে [৩৬তম বিসিএস]
- বর্তমানে NAM-এর সদস্য সংখ্যা → ১২০ [৩৬তম বিসিএস]
- BRICS-এর সদর দপ্তর → সাংহাই [৩৭তম বিসিএস]
- সার্কের সদর দপ্তর কোথায় → কাঠমুন্ড [৩৮তম বিসিএস]
- কোনটি জাতিসংঘের সহযোগী নয় → ASEAN [৩৮তম বিসিএস]
- ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) দাপ্তরিক ভাষার সংখ্যা কত → ৩টি [৩৮তম বিসিএস]
- ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জি-সেভেন শীর্ষ সম্মেলনের পর যৌথ ঘোষণার স্বাক্ষর প্রদানে কোন দেশ বিরত ছিল → যুক্তরাষ্ট্র [৩৯তম বিসিএস]
- সর্বপ্রথম কোথায় ওপেক এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয় → জেনেভা [৩৯তম বিসিএস]
- OIC-এর কততম শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন → দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন [৪০তম বিসিএস]
- কোন সংস্থাটির স্থায়ী সদর দপ্তর নেই → NAM [৪০তম বিসিএস]
- কোন সংস্থাটির সচিবালয় বাংলাদেশে অবস্থিত → BIMSTEC [৪০তম বিসিএস]
- কোন দেশে ২০২২ সালের G-20 বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে → ভারত [৪০তম বিসিএস]
- BRICS কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের নাম হচ্ছে → New Development Bank (NDB) [৪০তম বিসিএস]
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কোন দেশভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা? → জার্মানি [৪১তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের কোন সংস্থা বার্ষিক বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন প্রকাশ করে? → UNCTAD [৪১তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কোন সালে গঠিত হয়? → ১৯৪৪ সালে [৪১তম বিসিএস]
- বঙ্গবন্ধু কত সালে এবং কোন শহরে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন? → ১৯৭৩, আলজিয়ার্স [৪২তম বিসিএস]
- কোনটি "Bretton Woods Institutions" এর অন্তর্ভুক্ত? → IMF [৪২তম বিসিএস]
- 'D8 Organization for Economic Cooperation' বা D8 এর দশম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? → ঢাকা [৪২তম বিসিএস]
- World Development Report কোন সংস্থার বার্ষিক প্রকাশনা? → World Bank [৪৩তম বিসিএস]
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রধান কার্যালয় কোথায়? → জার্মানি [৪৩তম বিসিএস]
- কোন দেশটি ASEAN জোটভুক্ত নয়? → হংকং [৪৪তম বিসিএস]
- কোন দেশটি ডি-৮ এর সদস্য নয়? → জর্দান [৪৪তম বিসিএস]
- ২০২২ সালে G-20 শীর্ষ বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? → বালি [৪৫তম বিসিএস]
- কোথায় ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবস্থিত? → ফ্রাঙ্কফুর্ট [৪৫তম বিসিএস
- কপ ২৮ সম্মেলনটি কী সম্পর্কিত? → জলবায়ু পরিবর্তন [৪৬তম বিসিএস]

SAARC

- পূর্ণ রূপ → South Asian Association for Regional Co-operation
- প্রতিষ্ঠা → ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫; বাংলাদেশ (প্রথম শীর্ষ সম্মেলন)
- সর্বশেষ সদস্য → আফগানিস্তান
- সদর দপ্তর → কাঠমান্ডু, নেপাল
- স্বপ্নদ্রষ্টা → বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান
- **সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ :**
  - ✓ বর্তমানে সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র অবস্থিত → গুজরাটের গান্ধীনগরে।
  - ✓ সার্ক কৃষি কেন্দ্র → ঢাকা, বাংলাদেশ
  - ✓ সার্ক যক্ষা ও এইডস কেন্দ্র → কাঠমাণ্ডু, নেপাল
  - ✓ সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র → কলম্বো, শ্রীলঙ্কা
  - ✓ সার্ক জ্বালানি কেন্দ্র → ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
- সদস্যদেশ (আটটি) → বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান
- জাতিসংঘের মতে → ইরান দক্ষিণ এশিয়ার দেশ, কিন্তু সার্কের সদস্য নয়
- উদ্যোক্তা দেশ → বাংলাদেশ
- প্রথম মহাসচিব → আবুল আহসান, বাংলাদেশ
- পর্যবেক্ষক দেশ (৯টি) → চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, মরিশাস, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
- সার্ক পোল গঠনের প্রস্তাবকারী দেশ → নেপাল (২০০৭)
- সার্ক ব্যাংক গঠনের প্রস্তাবকারী দেশ → ভারত
- সার্ক গণতন্ত্র সনদের উদ্যোক্তা দেশ → বাংলাদেশ
- সার্ক ট্যুরিজম ভিসা ও নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা দেশ → বাংলাদেশ
- ঢাকায় মোট সম্মেলন হয় → তিনবার (১৯৮৫, ১৯৯৩ ও ২০০৫ সালে যথাক্রমে প্রথম, সপ্তম ও ১৩তম সম্মেলন)
- চীন সার্ক সদস্যপদের জন্য আবেদন করে → ২০১৪ সালে
- সাপটা (SAPTA) → SAARC Preferential Trade Arrangements। অর্থাৎ সার্ক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যব্যবস্থা। সাপটার উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নকল্পে পরস্পরকে অগ্রাধিকারমূলক সুযোগসুবিধা প্রদান করা। এই সুযোগসুবিধার অন্যতম হচ্ছে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যশুল্ক রহিত বা হ্রাস করা। স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ সালে; আর কার্যকর হয় ১৯৯৫ সালে
- সাফটা (SAFTA) → South Asia Free Trade Area, অর্থাৎ সার্ক মুক্তবাণিজ্য এলাকা। সাপটার উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নকল্পে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা। স্বাক্ষরিত হয় ২০০৪ সালে, আর কার্যকর হয় ২০০৬ সালে।
- সার্ক সচিবালয় অবস্থিত → নেপালের কাঠমান্ডুতে

সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়

- ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০১০ সালে যাত্রা শুরু করে, যা ২০০৫ সালে মনমোহন সিং প্রস্তাব করেছিলেন।

BIMSTEC

- পূর্ণ রূপ → Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectorial Technical & Economic Co-operation (BIMSTEC)
- পূর্ব নাম → Bangladesh, India, Mayanmar, Srilanka, Thailand, Economic Co-operation (BIST-EC)
- প্রতিষ্ঠা → ৬ জুন ১৯৯৭
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য → ৪ দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড)
- BIMSTEC গঠনের লক্ষ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৯৭ সালে (ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে)

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য → অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো থেকে পূর্ণ সুবিধা ভোগ করার লক্ষ্যে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোট গঠন এবং বঙ্গোপসাগরের Blue Economy-কে কাজে লাগানো
- BIMSTEC-এর সহযোগিতার ক্ষেত্র → ১৪টি
- সদর দপ্তর → গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ
- সর্বশেষ সদস্য → নেপাল ও ভুটান
- সদস্যদেশ ৭টি
  ১. বাংলাদেশ, ২. ভারত, ৩. নেপাল, ৪. ভুটান, ৫. মিয়ানমার, ৬. শ্রীলঙ্কা ৭. থাইল্যান্ড

TTIP

পূর্ণ রূপ– Transatlantic Trade and Investment Partnership. আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদারি আলোচনা। উদ্দেশ্য– বাণিজ্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি অর্জন।

ASEAN

- ASEAN (Association of South East Asian Nations) → এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৮ আগস্ট ১৯৬৭। সদর দপ্তর জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক জোট
- সদস্যদেশ (১০টি) → মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ফিলিপাইন
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য → ৫টি
- উদ্যোক্তা দেশ → মালয়েশিয়া
- ASEAN-এর সর্বশেষ সদস্যদেশ → কম্বোডিয়া
- ASEAN+3 → আসিয়ানভুক্ত দেশসহ চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে নিয়ে গঠিত ফোরাম

ARF (আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম)

- ✓ ARF গঠিত হয় → ১৯৯৪ সালে
- ✓ সদস্যদেশ → ২৭টি। ২৭তম দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কা অন্তর্ভুক্ত হয় ১ আগস্ট ২০০৭ (২৬তম সদস্য বাংলাদেশ)

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন European Union (EU)

- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় →১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর (ম্যাসট্রিচট চুক্তির মাধ্যমে)
- প্রথমে European Economic Commission, EEC (২৫ মার্চ ১৯৫৭ স্বাক্ষরিত রোম চুক্তির মাধ্যমে) গঠিত হয়।
- পরবর্তীতে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সালে ম্যাসট্রিচট চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়ে বর্তমান European Union (EU) নাম ধারণ করে, যা ১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে কার্যকর হয়।
- EU-এর অফিসিয়াল ভাষা → ২৪টি
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর → ব্রাসেলসে (বেলজিয়াম)
- ম্যাসট্রিচট → নেদারল্যান্ডসের একটি শহর। এই শহরে অখণ্ড ইউরোপ গঠন করার জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাকে বলা হয় ম্যাসট্রিচট চুক্তি
- EU ১৯৯২ সালে ম্যাসট্রিচট চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হওয়ার সময় চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ ছিল ১২টি। তাই EU পতাকায় তারকা চিহ্ন ১২টি। তবে ব্রিটেন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।
- যে মুসলিম রাষ্ট্রটি EU-এ যোগদানের জন্য প্রার্থী → তুরস্ক
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সংস্কারবিষয়ক লিসবন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় → ২০০৭ সালে (কার্যকর হয় ২০০৯ সালে)
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্যদেশ → ২৭টি
- অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে ম্যাসট্রিচট চুক্তি অনুমোদনের জন্য যে দেশ দুবার গণভোটের আয়োজন করেছিল → ডেনমার্ক (১৯৯২, ১৯৯৩)
- ২০১২ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে → EU

EU-এর অঙ্গসংস্থার সদর দপ্তর

- ✓ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সচিবালয় → ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ। তবে লুক্সেমবার্গ (প্রশাসনিক) এবং বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে (সংসদীয় কমিটির সভা) এর কার্যালয় রয়েছে।
- ✓ কাউন্সিল অব দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন → ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
- ✓ ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস (১৯৫২) → লুক্সেমবার্গ
- ✓ ইউরোপিয়ান কোর্ট অব অডিটরস (১৯৭৭) → লুক্সেমবার্গ
- ✓ ইউরোপী কেন্দ্রীয় ব্যাংক (১৯৯৮) → ফ্রাংকফুর্ট (জার্মানি)
- ✓ ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক → লুক্সেমবার্গ
- ✓ ইউরোপিয়ান ন্যায়পাল → স্ট্রাসবার্গ (ফ্রান্স)
- ✓ পরিবেশ কার্যালয় → হেগ, নেদারল্যান্ডস

ইউরো মুদ্রা

- ১৯৯৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর ইউরো দাপ্তরিকভাবে গৃহীত হয়। তবে ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইইউ সদস্যরাষ্ট্রগুলো একক মুদ্রা হিসেবে ইউরো চালু করে। ইউরোর জনক রবার্ট মুন্ডেল। তখন অবশ্য ইউরো ছিল ভার্চুয়াল মুদ্রা। তবে ব্যাংক নোট ও কয়েন চালু হয় ১ জানুয়ারি ২০০২ থেকে।
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত ২০টি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু রয়েছে।
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-বহির্ভূত দেশগুলোয় ইউরো মুদ্রা চালু রয়েছে। যেমন– এন্ডোরা, মোনাকো, সানম্যারিনো, কসোভো, মন্টেনিগ্রো ও ভ্যাটিকান সিটি।
- ইউরোমানি → লন্ডনভিত্তিক অর্থনৈতিক জার্নাল

আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)

১৯৬৩ সালের মে মাসে গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ৩২টি। বর্তমান সদস্যরাষ্ট্র ৫৫টি (পশ্চিম সাহারা সহ)। তবে মালিতে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের ঘটনায় আফ্রিকান ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা পরিষদ এক টুইটার পোস্টে মালির সদস্যপদ স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেছে। আফ্রিকান ইউনিয়ন বলেছে, মালির সংবিধান পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত দেশটির সদস্যপদ স্থগিত থাকবে।

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (OIC)

- OIC → Organization of Islamic Co-operation
- প্রতিষ্ঠা → ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
- সদস্যদেশ → ৫৭টি
- সদর দপ্তর → জেদ্দা, সৌদি আরব
- ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম কেবলা পবিত্র মসজিদ আল আকসায় ইসরাইল কর্তৃক অগ্নিসংযোগের প্রেক্ষাপটে OIC গঠিত হয়।
- OIC-এর মহাসচিবের মেয়াদকাল → ৫ বছর
- সর্বশেষ সদস্য → আইভরিকোস্ট
- সর্বশেষ বৈঠকে সদস্য পদ স্থগিত হয় → সিরিয়ার
- ভাষা → ৩টি (আরবি, ফরাসি ও ইংরেজি)
- উদ্যোক্তা → মিশর
- আল কুদস কমিটির সদস্যসংখ্যা → ১৬
- OIC-তে অন্তর্ভুক্ত অমুসলিম দেশগুলো → উগান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, মোজাম্বিক, সুরিনাম ও গায়ানা
- ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি এর দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশ ৩২তম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে।

GCC-উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা

- উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠাকাল → ২৫ মে ১৯৮১ (সনদ স্বাক্ষরিত হয়)
- সদর দপ্তর → রিয়াদ, সৌদি আরব
- সদস্যদেশ (ছয়টি) → কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত
- আরব উপদ্বীপের যে দেশ সদস্য নয় → ইয়েমেন, ইরাক

ICIMOD

পূর্ণ রূপ International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)। এটি হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত সম্প্রসারিত অঞ্চলের দেশগুলোর একটি সংস্থা। প্রতিষ্ঠা ১৯৮৩ সালে। সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। উদ্দেশ্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পাহাড়ি অধিবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। সদস্যদেশগুলো হচ্ছে–

১. আফগানিস্তান, ২. বাংলাদেশ, ৩. ভুটান, ৪. চীন, ৫. ভারত, ৬. মিয়ানমার, ৭. নেপাল, ৮. পাকিস্তান।

IORA

ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলো নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা হলো IORA (The Indian Ocean Rim Acossiation). ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালে। সদর দপ্তর মরিশাসের ইবেনে শহরে অবস্থিত। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৩।

SCO

SCO-এর পূর্ণরূপ : Shanghai Cooperation Organisation. এটি একটি ইউরেশীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংস্থা। চীনের নেতৃত্বাধীন এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল ১৫ জুন, ২০০১। সদর দপ্তর বেইজিং, চীন। সদস্য দেশ ১০টি– চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং ২০১৭ সালের ৯ জুন ভারত ও পাকিস্তান যোগ দেয়। ২০২৩ সালে ইরান ও সর্বশেষ সদস্য বেলারুশ। সংস্থাটির উদ্দেশ্য সীমান্ত বিরোধ নিরসন করা।

সিরডাপ (CIRDAP)

এর পূর্ণ নাম হচ্ছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় পল্লি উন্নয়ন কেন্দ্র Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)। ১৯৭৯ সালের ৬ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদস্যসংখ্যা ১৫। এর কেন্দ্র ঢাকায় অবস্থিত।

অ্যাপেক (APEC)

- Asia-Pacific Economic Co-operation গঠিত হয় → ১৯৮৯ সালে
- উদ্যোক্তা → সাবেক প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার বব হক
- সদর দপ্তর → সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর
- প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর বাণিজ্যিক জোট।
- সদর দপ্তর → সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য →১২টি
- বর্তমান সদস্য → ২১টি
- APEC-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য → সদস্যদেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য সুবিধার মাধ্যমে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলা

OPEC

- OPEC পূর্ণরূপ Organization of the Petroleum Exporting Countries
- OPEC তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন।
- সংগঠনটি বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করে।
- বাগদাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯৬০ সালে OPEC প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সদর দপ্তর → ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
- উদ্যোক্তা দেশ→ ভেনেজুয়েলা
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ৫টি → ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব, ভেনেজুয়েলা।
- বর্তমান সদস্য দেশ ১২টি → ইরাক, ইরান, কুয়েত, কঙ্গো, গিনি, গ্যাবন, লিবিয়া, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, ভেনেজুয়েলা, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

আরব লিগ (Arab League)

- League of Arab States
- প্রতিষ্ঠাকাল → ২২ মার্চ, ১৯৪৫
- সদর দপ্তর → কায়রো, মিশর
- উদ্যোক্তা → মিশর
- আরব প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদেশ ৭টি → ইরাক, সিরিয়া, মিশর, লেবানন, জর্ডান, ইয়েমেন ও সৌদি আরব
- বর্তমানে আরব লিগের সদস্যদেশ → ২২টি।
- মিশরকে বহিষ্কার করা হয় → ১৯৭৯ সালে (১৯৭৮ সালে ইসরাইলের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি করার জন্য)
- মিশর পুনরায় যোগদান করে → ১৯৮৯ সালে
- সিরিয়াকে বহিষ্কার করা হয় → ১৬ নভেম্বর ২০১১। পুনরায় ফেরত নেওয়া হয় ৭ মে ২০২৩।
- আরব লিগবহির্ভূত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ → ইরান
- সর্বশেষ সদস্য → কমোরস (Comoros)
- ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক → মিশর ও সিরিয়া ১৯৫৮ সালে একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক (UAR) গঠন করে ও ১৯৬১ সালে UAR বিলুপ্ত হয়ে যায়
- আরব লিগের চারটি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র → ইরিত্রিয়া, ব্রাজিল, ভারত ও ভেনিজুয়েলা

আমেরিকান দেশগুলোর সংস্থা (OAS)

আমেরিকা মহাদেশের ৩৪ দেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা হলো OAS বা Organization of American States। ১৯৪৮ সালের ৩০ এপ্রিল কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটায় আত্মপ্রকাশ ঘটে। সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। এর সদস্যসংখ্যা ৩৪।

SAGQ

পূর্ণ রূপ South Asian Growth Quadrangle। SAGQ ঘোষিত হয় ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের (BBIN) পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক। ১৯৯৭ সালে সার্কের নবম শীর্ষ সম্মেলনের আগে SAGQ-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক SAGQ-এর আঞ্চলিক সহযোগিতায় ইতোমধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং SAGQ-এর লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে তারা South Asian sub regional Economic Cooperation নামক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)

- NAM-Non Aligned Movement (জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন)। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক জোটের বাইরে থাকার জন্য নীরপেক্ষ নীতির অংশ হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- প্রতিষ্ঠা → ১৯৬১ (বেলগ্রেড সম্মেলনের মাধ্যমে)
- সর্বশেষ সদস্য → আজারবাইজান ও ফিজি
- প্রথম শীর্ষ সম্মেলন → বেলগ্রেড, ১৯৬১ সালে

- উদ্যোক্তা :
  - ✓ জওহরলাল নেহরু (ভারত)
  - ✓ জামাল আবদেল নাসের (মিশর)
  - ✓ ড. আহমেদ সুকর্ন (ইন্দোনেশিয়া)
  - ✓ মার্শাল টিটো (যুগোস্লাভিয়া)
  - ✓ নক্রুমা (ঘানা)
- নীতি → পঞ্চশীলা
- সদর দপ্তর → নেই
- 'পঞ্চশীলা নীতি' ঘোষণা করেন → ভারতের জওহরলাল নেহরু ও চীনের চৌ এন লাই
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের একমাত্র পর্যবেক্ষক দেশ → চীন (মর্যাদা লাভ ১৯৯২)
- ন্যামের বার্তা সংস্থার নাম → NAM News Network (NNN); প্রতিষ্ঠা ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে
- NAM-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা → ১২১
- পর্যবেক্ষক দেশ → ১৭টি
- সর্বশেষ সদস্যদেশ → আজারবাইজান ও ফিজি
- বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে এবং আলজিয়ার্স জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংক ১৮৯টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা সংস্থা, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান করে। বিশ্বব্যাংকের লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন। সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। সংগঠনটির আর্টিকেলস অব অ্যাগ্রিমেন্ট (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সালে এ সংশোধনীটি কার্যকরী হয়) অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করা এবং পুঁজির বিনিয়োগ নিশ্চিত করা– এ দুটি উদ্দেশ্য হবে বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান নিয়ামক।

১ থেকে ২২ জুলাই ১৯৪৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গৃহীত চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫। বিশ্বব্যাংক প্রথমে ঋণ দেয় ফ্রান্সকে ১৯৪৭ সালে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। মেয়াদকাল ৫ বছর। বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের নাম ইন্টিগ্রিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট। বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক প্রকাশনা বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন তথা *World Development Report* (WDR) ও ডুয়িং বিজনেস। বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইগুনেমেয়ার এবং বর্তমান ও ১৪তম প্রেসিডেন্ট Ajay Banga। World Bank– IBRD + IDA। আর World Bank Group হলো Five Organizations (IBRD + IDA + IFC + MIGA + ICSID)।

বিশ্বব্যাংকের ৫টি অঙ্গ সংস্থা

১. **IBRD :** পূর্ণ রূপ International Bank for Reconstruction and Development. প্রতিষ্ঠা ১৯৪৪ সালে (কার্যক্রম ১৯৪৬ সালে)। সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। IBRD- সদস্য ১৮৯। এর সর্বশেষ সদস্য অ্যাঙোরা। এটি বিশ্বব্যাংকের ঋণ ও অর্থ প্রদানকারী প্রধান সংস্থা। বিশ্বব্যাংকের মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ সদস্য হয় ১৯৭২ সালে।

২. **IDA :** পূর্ণ রূপ International Development Association। বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জন্য এটি Soft Loan Window নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠা ১৯৬০ সালে। বাংলাদেশ সদস্য হয় ১৯৭২ সালে। সদস্য ১৭৪টি দেশ। সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। এর পুঁজির উৎস তিনটি। যথা :
   ১. ব্যাংকের মুনাফা থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
   ২. সদস্যরাষ্ট্রগুলো কর্তৃক দেয় চাঁদা ও
   ৩. আইডিএর ধনী রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ।

৩. **IFC :** পূর্ণ রূপ International Finance Corporation। প্রতিষ্ঠা ১৯৫৬ সালে। সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেসরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ঋণ নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ সদস্য হয় ১৯৭৬ সালে। সদস্য ১৮৬টি দেশ।

৪. **ICSID :** পূর্ণ রূপ International Centre for Settlement of Investment Disputes। সরকার ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যকার মতবিরোধ দূর করা, বিনিয়োগপ্রবাহ বৃদ্ধি করা, বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া, গবেষণাকাজ পরিচালনা করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সালিশির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬৬ সালে এই কেন্দ্র গঠিত হয়। সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ সদস্য হয় ১৯৮০ সালে। সদস্য ১৫৮টি দেশ।

৫. **MIGA :** পূর্ণ রূপ Multilateral Investment Guarantee Agency। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৮২ (সোমালিয়া)। উদ্দেশ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে সহায়তা করে। বাংলাদেশ সদস্য হয় ১৯৮৮ সালে।

IMF

১-২২ জুলাই ১৯৪৪, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গৃহীত চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠা হয়। কার্যকর হয় ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫। কার্যক্রম শুরু হয় ১ মার্চ ১৯৪৭। জাতিসংঘের বিশেষ মর্যাদা লাভ করে ১৯৪৭ সালে। বাংলাদেশ সদস্য হয় ১৯৭২ সালে।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য নিম্নরূপ–

- আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা। মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার এবং সুষম বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ এবং প্রকৃত আয় উচ্চতর স্তরে আনয়ন ও সে স্তরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিনিময় হার স্থিতিশীল ও সুসংহত করা এবং মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক অবমূল্যায়নের প্রবণতা রোধ করা।
- সদস্যদেশগুলোর সাময়িক ব্যালেন্স অব পেমেন্টস ঘাটতি মোকাবিলায় আস্থা প্রদানের জন্য ফান্ডের সম্পদ ব্যবহারে ব্যবস্থা করা, যাতে তারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।
- সদস্যরাষ্ট্রগুলোর লেনদেনের ভারসাম্যে প্রতিকূলতা দেখা দিলে তা দূরীকরণে সাহায্য প্রদান।
- বহু ধরনের মুদ্রার বিনিময়হার প্রবর্তন করে আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজতর করা।
- অবাধ বাজার অর্থনীতি চালুকরণের জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে পরামর্শের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করা।

বর্তমান সদস্য ১৯০। এর সর্বশেষ সদস্য অ্যাঙোরা। IMF-এর পরিচালনা পর্ষদের সংখ্যা ২৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেয় পশ্চিম ইউরোপের দেশ থেকে। SDR (Special Drawing Rights) সুবিধা প্রবর্তনের জন্য IMF-এর গঠনতন্ত্র (Articles) সংশোধন করা হয় ১৯৬৯ সালে। বর্তমানে মুদ্রা ৫টি যথা– U.S dollar, Euro, Chinese Yuan, Japanese yen, and Pound sterling. IMF দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সহায়তা (PRGF) কর্মসূচি চালু করে ১৯৯৯ সালে। প্রথম নারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টিনা লাগার্দ। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক Kristalina Georgieva.

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)

পূর্ণ রূপ World Trade Organization। এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বিশ্বের বাণিজ্যসংক্রান্ত নীতি প্রবর্তন এবং সদস্যরাষ্ট্র বা পক্ষগুলোর মধ্যকার মতপার্থক্য দূর করতে সাহায্য করে থাকে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত। GATT প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। উরুগুয়ে রাউন্ডের মাধ্যমে GATT পরিতর্তিত হয়ে WTO প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। এই সংলাপ চলে ৮ বছর। ১৯৯৪ সালে GATT-এর সদস্য ছিল ১২৮টি দেশ। বর্তমানে WTO সদস্যসংখ্যা ১৬৬ (সর্বশেষ : পূর্ব তিমুর) পর্যবেক্ষক ২২টি রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সদস্যপদ পায় ১ জনুয়ারি ১৯৯৫।

Group of 7 (G7)

জি৭ (গ্রুপ অব সেভেন) হচ্ছে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি সংঘ। ১৯৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর গঠিত হয়। বিশ্বের সাতটি মূল উন্নত অর্থনীতির দেশ। জি৭-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল জি৬। জি৬-এর বর্তমান নাম জি৭। রাশিয়া যোগ দেওয়ায় এর নাম হয়েছিল জি৮। কিন্তু ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নিজেদের অংশ হিসেবে যুক্ত করে নিলে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। সেই উম্মার জেরে একই বছর রাশিয়াকে জি৮ থেকে খারিজ করে দেওয়া হলে জোট আবার স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের জি৭ জোট নামে আগের পরিচিতি ফিরে পায়। আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য, আইনের প্রয়োগ, শ্রম, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, জ্বালানি, পরিবেশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিচারব্যবস্থা, সন্ত্রাস ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অন্যতম। ২০২৩ সালের জি৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জাপানে। ২০২৪ সালের জি৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইতালিতে।

(G20) or Group of Twenty

জি২০ হলো বিশ্বের ২০টি দেশের অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সমন্বয়ে গঠিত একটি জোট বা গ্রুপ। গ্রুপের সদস্য ১৯টি দেশ এবং ২টি সংস্থা। সংস্থা ২টি হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও আফ্রিকান ইউনিয়ন। সদর দপ্তর নাই। ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেন। জি২০ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালে। জি২০ দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানও গ্রুপের সম্মেলনে তাঁদের নিজ নিজ দেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। কানাডার সাবেক অর্থমন্ত্রী পল মার্টিন প্রথম জি২০ গঠনের প্রস্তাব করেন। বিশ্বের প্রধান ও উদীয়মান অর্থনৈতিক পরাশক্তিসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ইত্যাদি ছিল জি২০ গঠনের উদ্দেশ্য। জি২০-এর সদস্যদেশগুলোর নাম তুরস্ক, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ২০২২ সালে জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়াতে। ২০২৩ সালে জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতের দিল্লীতে। পরবর্তী জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৮-১৯ নভেম্বর ২০২৪ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিও।

G15

Group of 15 (G15)। ১৫টি উন্নয়নশীল দেশের সমন্বয়ে ১৯৮৯ সালে ন্যাম সম্মেলনে এই সংস্থা গঠিত হয়। পৃষ্ঠপোষক WTO ও G7। বর্তমান সদস্য ১৭। জিম্বাবুয়ে, মিশর, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, আলজেরিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো, পেরু, ভেনিজুয়েলা, জ্যামাইকা, ইরান ও কেনিয়া। এর উদ্দেশ্য হলো– এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি করা। সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD)

United Nations Conference on Trade and Development তথা UNCTAD হচ্ছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি স্থায়ী অঙ্গ। ১৯৬৪ সালে জেনেভায় এক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সংস্থা গঠিত হয়। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা। প্রধানের পদবি মহাসচিব।

➲ কার্যাবলি

১. এটা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়নসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে।
২. এটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ নীতিনির্ধারণ এবং বহুজাতিক চুক্তি মতৈক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।
৩. উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে।

UNCTAD-এর সম্মেলন হয় প্রতি চার বছরে একবার। রয়েছে নির্বাহী বোর্ড, যা প্রতিবছরে দুবার মিলিত হয়। এছাড়া রয়েছে ৭টি বিষয়ের ওপর সাতটি স্থায়ী কমিটি। UNCTAD ১৯৬৪ সালে G-77 এর ধারণা দেয়।

G77 Group of 77

১৯৬৪ সালের ১৫ জুন তৎকালীন উন্নয়নশীল ৭৭টি দেশ নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জি৭৭ গঠন করে। জাতিসংঘ পদ্ধতির আওতায় জি৭৭ গ্রুপ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ আন্তঃসরকারি সংস্থা। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্যসংখ্যা ১৩৪। সদস্য বেড়ে ১৩৪ হলেও ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে এর মূল নাম জি৭৭ রয়ে গেছে। বাংলাদেশে জি৭৭ এর চেয়ারম্যান ছিল ১৯৮২-৮৩ মেয়াদে। কিছু দেশ জি৭৭ গ্রুপ ত্যাগ করে। এই দেশগুলো হচ্ছে– নিউজিল্যান্ড (১৯৭৩), মেক্সিকো (১৯৯৪), দক্ষিণ কোরিয়া (১৯৯৬), পালাউ (২০০৪), মাল্টা (২০০৪), সাইপ্রাস (২০০৪) ও রুমানিয়া (২০০৪)।

এগমন্ট গ্রুপ

এগমন্ট গ্রুপ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (এফআইইউ) সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম, যারা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নসংক্রান্ত তথ্য নিয়ে কাজ করে। প্রতিষ্ঠা ১৯৯৫ সালে। সদর দপ্তর জরেন্টো কানাডা। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ২০০২ সালের জুনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে 'এন্টি মানিলন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট গঠন করে। এর কাজের অধিকতর স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে একটি আইন পাস করা হয়, যেটি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ নামে পরিচিত। উক্ত আইনের ২৪ ধারা মোতাবেক এন্টি মানিলন্ডারিং ডিপার্টমেন্টের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট রাখা হয়। এটি ২০১২ সালে এগমন্ট গ্রুপের ১৩২ দেশের সদস্যপদ পেয়েছে। এতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)

এর পূর্ণ নাম Asian Development Bank। বিশ্বব্যাংকের প্রায় সমরূপ ধাঁচে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সদর দপ্তর ম্যানিলা, ফিলিপাইন। আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় ১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৬ থেকে। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৩১টি দেশ। বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৬৮। বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৩ সালে। ব্যাংকের তিনটি তহবিল রয়েছে। যথা : এশীয় উন্নয়ন তহবিল, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিশেষ তহবিল, কারিগরি সাহায্য তহবিল। জাপানের সাবেক সহকারী অর্থমন্ত্রী মাসাতসুগু আসাকাওয়া বর্তমান প্রেসিডেন্ট।

আইডিবি (IDB)

ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক একটি বহুমুখী উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট বাদশা ফয়সালের বিশেষ অনুপ্রেরণায় সৌদি আরবের জেদ্দায় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৫৭টি দেশ ব্যাংকটির সদস্য। ব্যাংকটির সদস্য হওয়ার মূল শর্ত হলো সদস্যপদ প্রার্থী দেশটিকে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার সদস্য হতে হবে। এছাড়াও ব্যাংকটির মূলধনের জোগানে অবদান রাখতে হবে এবং আইডিবির নীতিনির্ধারক বোর্ডের সব শর্ত গ্রহণ করতে হবে।

ACU

পূর্ণ রূপ Asian Clearing Union। এশিয়ার কিছু দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লেনদেন নিষ্পন্নকারী সংস্থা। সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সহজে লেনদেন নিষ্পন্ন করার তাগিদ থেকে ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪ এ সংস্থা গড়ে তোলা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে সদস্যসংখ্যা ছিল ছয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দি ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান, নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলঙ্কা। ১৯৭৭ সালে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব মিয়ানমার, ১৯৯৯ সালে রয়্যাল মনিটারি অথরিটি অব ভুটান এবং ২০০৯ সালে মালদ্বীপ রয়্যাল মনিটারি অথরিটি সংস্থাটিতে যোগ দেয়। সদর দপ্তর তেহরান, ইরান। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান আকুর চেয়ারম্যান ছিলেন। সদস্য দেশ ৮টি। উল্লেখ্য দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সংস্থাটির সদস্যপদ থেকে ২০২৪ সালে বাদ পড়ে শ্রীলঙ্কা।

BCIM

২০০৩ সালে চীন এ ধরনের একটি অর্থনৈতিক জোটের প্রস্তাব করে। চীনের উদ্দেশ্য ছিল চীনের ইউনান প্রদেশকে সামনে রেখে মিয়ানমার, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডকে নিয়ে একটি জোট গঠন করা। চীনের ওই প্রস্তাবকে তখন চিহ্নিত করা হয়েছিল 'কুনমিং ইনিশিয়েটিভ' বা 'কুনমিং উদ্যোগ' হিসেবে। কুনমিং হচ্ছে ইউনান প্রদেশের রাজধানী। এর আওতায় সড়ক হবে ভারতের কলকাতা-চীনের কুনমিং-বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-মিয়ানমারের মান্দালয় পর্যন্ত। এটি একটি অর্থনৈতিক করিডর। কিন্তু দীর্ঘদিন ভারত চীনের এ প্রস্তাবের পেছনে কোনো ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। 'কুনমিং উদ্যোগে'র একটা উদ্দেশ্য ছিল– এ অঞ্চলের সঙ্গে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর একটা যোগসূত্র স্থাপন করা। চীনের 'উদ্দেশ্য' নিয়ে ভারত তখন সন্দিহান ছিল। কেননা ভারত নিজে আসিয়ানের সদস্য হতে চায় এবং ইতোমধ্যে (২০০৭) আসিয়ানের সঙ্গে একটি মুক্তবাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

ইউএসএমসিএ

১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে NAFTA চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তির আওতায় এই তিন দেশের মধ্যে প্রায় সব শিল্প, কৃষিপণ্য ও সেবাসামগ্রী অবাধ শুল্কবিহীনভাবে যতখুশি আমদানি ও রপ্তানি করার সুযোগ রাখা হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর অসম বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে নতুন করে চুক্তির ধোঁয়া তোলেন। নাফটা চুক্তি নিয়ে ট্রাম্পের অভিযোগ, রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৭৫ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায় কানাডা। এ কারণে নতুন করে চুক্তির ব্যাপারে জেদ ধরেন তিনি। নতুন চুক্তির লক্ষ্যে মেক্সিকো ও কানাডার সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা চালাতে থাকে মার্কিন প্রশাসন। অবশেষে সমঝোতায় পৌঁছে এবং ত্রিদেশীয় এ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির নাম দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা অ্যাগ্রিমেন্ট বা সমঝোতা (ইউএসএমসিএ)। এ চুক্তির মধ্যদিয়ে অচল হয়ে গেল উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা নাফটা।

আরসিইপি

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৫ দেশ নিয়ে চীনের উদ্যোগে গঠিত হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তবাণিজ্য জোট। নভেম্বর ২০২০ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিন 'রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি)' নামে নতুন এ জোট গঠনের চুক্তি হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোট আসিয়ানের দশ দেশের সঙ্গে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থাকছে এই জোটে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চীনের প্রভাব খর্ব করতে বারাক ওবামার সময়ে ১২ দেশের 'ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ' চুক্তি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সেই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনেন। আরসিইপি চুক্তি ওবামার সেই জোটের জন্যও বড় ধাক্কা হয়ে এলো এবং চীনের অর্থনৈতিক উচ্চাশা পূরণের পথকে আরও মজবুত করল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। নতুন এই জোটের আওতায় পড়বে বিশ্বের মোট জিডিপির ৩০ শতাংশ।

MINT

পূর্ণ রূপ– Mexico Indonesia Nigeria and Turkey. গোল্ডম্যান স্যাক্স্ এর সাবেক চেয়ারম্যান জিম ও নিল ২০১৪ সালে বিবিসিতে ব্রিকস পরবর্তী উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে MINT ধারণা দেন।

GECF

- GECF → Gas Exporting Countries Forum
- প্রতিষ্ঠা → ২০০১ সালে (তেহরান, ইরান)
- সদর দপ্তর → দোহা, কাতার
- GECF-এর সদস্যদেশ → ২০টি

AfDB-আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক

- AfDB → African Development Bank
- চুক্তি স্বাক্ষর হয় ১৯৬৩ সালে, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৬৬ সালে।
- সদর দপ্তর → আবিদজান, আইভরিকোস্ট

কমেসা (COMESA)

- পূর্ণ রূপ → Common Market for Eastern and Southern Africa
- স্বাক্ষরিত হয় → ১৯৯৩ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৯৪ থেকে
- সদর দপ্তর → Lusake, Zambia
- সদস্য → ২১

আফ্রিকম (AFRICOM)

- United States Africa Command.
- AFRICOM প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালে, অনুমোদন লাভ করে ২০০৭ সালে এবং কার্যকর হয় ২০০৮ সালে।
- আফ্রিকার একমাত্র দেশ, যা আফ্রিকমের সদস্য নয় → মিশর
- আফ্রিকমের সদর দপ্তর → কেলি ব্যারাক্স, জার্মানি
- আফ্রিকা মহাদেশে মার্কিন সামরিক তৎপরতা ও সহযোগিতার জন্য গঠিত বাহিনী।

JICA

- পূর্ণ রূপ → Japan International Co-operation Agency
- জাপানের → সাহায্য সংস্থা
- বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে → ১৯৭২ সালে

MERCOSUR

- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৯১ সালে
- সদর দপ্তর → মন্টেভিডিও, উরুগুয়ে
- সদস্য সংখ্যা → ৫টি; যেমন– আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও বলিভিয়া।
- দক্ষিণ আমেরিকার চারটি দেশের → অর্থনৈতিক জোট

ব্রিকস (BRICS)

- ২০০১ সালের নভেম্বরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক গোল্ডম্যান সাক্সের প্রধান অর্থনীতিবিদ Jim O'Neil এক রিপোর্টে পরবর্তী দশকের একটা অর্থনৈতিক পূর্বাভাস দেন। ব্রিটিশ এই অর্থনীতিবিদের রিপোর্টটি পরবর্তীতে সারা দুনিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। 'বিল্ডিং বেটার গ্লোবাল ইকোনমিক ব্রিকস' শীর্ষক সেই লেখায় ওনীল বলেন, পরবর্তী দশ বছরে বিশ্বের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে চারটি উদীয়মান দেশ– চীন, ভারত, ব্রাজিল ও রাশিয়া। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক মেরুকরণ হ্রাস ও সমতা বিধানের লক্ষ্য নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০০৬ বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির চার উদীয়মান শক্তি ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা BRIC গঠনের প্রারম্ভিক আলোচনার জন্য নিউইয়র্কে বৈঠক করেন। পরবর্তীতে ১৬ মে ২০০৮ রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের মাধ্যমে BRIC গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৬ জুন ২০০৯ রাশিয়ায় প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ডিসেম্বর ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে BRICS-এ পরিণত হয়।

- বর্তমানে সদস্য দেশ ১০টি। আর্জেন্টিনা, মিশর, ইথওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ৬টি দেশকে BRICS-এ আমন্ত্রণ জানানো হলেও আর্জেন্টিনা যোগদান করেনি।
- **ব্রিকস ব্যাংক :** ২০১৪ সালের ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ব্রিকসভুক্ত পাঁচটি দেশের নেতারা 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি)' নামে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ব্রাজিলের ফোর্তালেজা শহরে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে ১৫ জুলাই ২০১৪ বহুজাতিক উন্নয়ন সংস্থাটি গঠনের ঘোষণা আসে। ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট দিলমা রোসেফ এ ঘোষণা দেন। মূলধন ১০০ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের আদলে গড়ে ওঠা ব্যাংকটির মূল লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোয় ঋণ বিতরণ। নতুন এই ব্যাংককে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও এর উদ্যোক্তারা বলছেন, এটা কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এ বিষয়ে এনডিবির প্রেসিডেন্ট কুনদাপুর ভামান কামাথ বলেন, 'বিদ্যমান কোনো ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং নিজস্ব আঙ্গিকে এই ব্যবস্থার উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য।' এনডিবির নতুন সদস্য বাংলাদেশ (১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৪ অক্টোবর ২০২১)। সম্ভাব্য আরও নতুন সদস্য উরুগুয়ে ও মিশর। সর্বশেষ এনডিবির ১৫তম বৈঠক হয় ২২-২৪ আগস্ট ২০২৩ (জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- **ব্রিকস প্লাস :** বাংলাদেশসহ নেক্সট ইলিভেনভুক্ত ১১টি দেশ নিয়ে 'ব্রিকস প্লাস' গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছে ব্রিকসের উদ্যোক্তা দেশ চীন। ব্রিকস প্লাস ব্রিকসের পরিধির মধ্যে কাজ করবে।

নেক্সট ইলিভেন

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক গোল্ডম্যান সাক্স কর্তৃক চিহ্নিত, বিআরআইসিভুক্ত দেশসমূহের পাশাপাশি যেসব দেশের ২১ শতকে পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাংকটি ১২ ডিসেম্বর ২০০৫ বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিচার করে এ তালিকাটি প্রকাশ করে। নেক্সট ইলিভেনভুক্ত দেশ হলো ১১টি– ইন্দোনেশিয়া, ইরান, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মিশর, মেক্সিকো।

D8

উন্নয়নশীল আটটি দেশ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ডি-৮ (D8 or Developing Eight) নামে পরিচিত। এই সংস্থাটি একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোট। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫ জুন ১৯৯৭। সদর দপ্তর তুরস্কের ইস্তানবুল। ৮টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে এ অর্থনৈতিক জোট গঠিত। এ জোটের সদস্যরাষ্ট্রগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিশর ও নাইজেরিয়া।

ASEM

- পূর্ণ রূপ → Asia-Europe Meeting
- ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় → ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে
- ASEM প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য → দুটি মহাদেশের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

CPTPP

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য চুক্তি, যা ২০১৫ সালের ৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় স্বাক্ষরিত হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল Trans-Pacific Partnership (TPP)। চুক্তিটি কার্যকর হয় ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। এদেশগুলো বিশ্ববাণিজ্যের ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ১২টি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরে যাওয়ায় বর্তমান সদস্য দেশ ১১টি। যথা– কানাডা, চিলি, মেক্সিকো, পেরু, জাপান, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

ECO

- পূর্ণ রূপ → Economic Co-operation Organization
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
- সদস্যসংখ্যা → ১০
- সদর দপ্তর → তেহরান, ইরান
- পর্যবেক্ষক দেশ → উত্তর সাইপ্রাস

WEF

- পূর্ণ রূপ → World Economic Forum
- সদর দপ্তর → Cologny, Switzerland
- গঠিত হয় → ১৯৭১ সালে

একই দেশের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত সংস্থাগুলোর সদর দপ্তর

যুক্তরাষ্ট্র	
নিউইয়র্ক	জাতিসংঘ (UN), ইউনিসেফ (UNICEF), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA), আরবিস, ইউএন উইমেন (UN Women), ইউএনএইডস (UNAIDS)
ওয়াশিংটন ডিসি	বিশ্বব্যাংক, আইবিআরডি (IBRD), আইডিএ (IDA), আইএফসি (IFC), আইসিএসআইডি (ICSID), মিগা (MIGA), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), ইন্টার-আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাংক (IDB), অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (OAS), আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ স্যাটেলাইট সংস্থা (ITSO)
ইলিয়নস	জোন্টা ইন্টারন্যাশনাল
ফ্রান্স	
প্যারিস	ইউনেস্কো (UNESCO), ওইসিডি (OECD), ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC), লাতিন ইউনিয়ন (LU), আন্তর্জাতিক উদ্ভাস্ত সংস্থা (IRO)
স্ট্রাসবুর্গ	কাউন্সিল অব ইউরোপ (CE)
লিও	ইন্টারপোল (Interpol)
সুইজারল্যান্ড	
জেনেভা	ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECE), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU), বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO), বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থা (WIPO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR), আংকটাড (UNCTAD), আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র (ITC), মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR), জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNITAR), জাতিসংঘ সমাজ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNRISD), জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস কমিটি (ICRC), ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU), আন্তর্জাতিক এইডস সোসাইটি (ISA), আইএসও (ISO), ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম (IGF), ইন্টারন্যাশনাল সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশন (ICDO), ইন্টারন্যাশনাল রোড ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন (IRU), জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNIDIR), জাতিসংঘের ইউরোপীয় কার্যালয়, বিশ্ব স্কাউট সংস্থা (WOSM), বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF), সার্ন (CERN), আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (IOM), বিশ্ব হার্ট ফেডারেশন (WHF)

বার্ন	বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)
গ্লান্ড	ডব্লিউডব্লিউএফ (WWF), আইইউসিএন (IUCN)
লুজান	আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC), কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্ট (CAS), ইন্টারন্যাশনাল গলফ ফেডারেশন (IGF), আন্তর্জাতিক সাঁতার সংস্থা (FINA), বিশ্ব আরচারি ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন
জুরিখ	ফিফা (FIFA)
নিয়ন (Nyon)	ইউনিয়ন অব ইউরোপিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (UEFA)
বাসেল	ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (EFTA), ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস (BIS), আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশন (IHF)
ফ্রান্স	
প্যারিস	ইউনেস্কো (UNESCO), ওইসিডি (OECD), ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC), লাতিন ইউনিয়ন (LU), আন্তর্জাতিক উদ্ভাস্ত সংস্থা (IRO)
স্ট্রাসবুর্গ	কাউন্সিল অব ইউরোপ (CE)
লিও	ইন্টারপোল (Interpol)
অস্ট্রিয়া	
ভিয়েনা	সিটিবিটিও, জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO), আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAFA), মাদক নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ নিরোধ দপ্তর (UNODC), ওপেক, ওএসসিই
লুক্সেমবার্গ	আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী একাডেমি (IACA)
ইতালি	
রোম	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)
জার্মানি	
বার্লিন	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI)
বন	জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক দল (UNV), জাতিসংঘ আবহাওয়া পরিবর্তনবিষয়ক কাঠামো সনদ (UNFCCC)
চীন	
বেইজিং	সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO), এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (AIIB)
সাংহাই	নিউ উন্নয়ন ব্যাংক (NDB)
ফিলিপাইন	
ম্যানিলা	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)
লস ব্যানোস	আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI)
মালয়েশিয়া	
কুয়ালালামপুর	এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (AFC), এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC)
পেনাং	বিশ্ব মৎস্য কেন্দ্র
সংযুক্ত আরব আমিরাত	
দুবাই	আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)
আবুধাবি (মাসডার সিটি)	আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য শক্তি সংস্থা (IRENA)
সৌদি আরব	
জেদ্দা	ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (OIC), ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)
রিয়াদ	উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)
যুক্তরাজ্য	
লন্ডন	আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO), কমনওয়েলথ, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল স্যাটেলাইট অর্গানাইজেশন (IMSO)

বেলজিয়াম	
ব্রাসেলস	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU), বেনেলাক্স, ন্যাটো, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল, আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক গ্রুপ অব স্টেটস (ACP), বিশ্ব শুল্ক সংস্থা (WCO)
রাশিয়া	
মস্কো	ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (EEU), ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব স্পেস কমিউনিকেশনস (Inter sputnik), যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি সংস্থা (CSTO)
নেদারল্যান্ডস	
দ্য হেগ	আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ), রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW), আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC), ইউরোপোল, স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA)
লুক্সেমবার্গ	ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস, ইউরোপিয়ান কোর্ট অব অডিটরস, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (EIB)
কানাডা	
মনট্রিল	আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO), আইএটিএ
ইরান	
তেহরান	আকু, ইকু, এশিয়ান পার্লামেন্টারি অ্যাসেমব্লি (APA)
বাংলাদেশ	
ঢাকা	সিরডাপ, আইসিডিডিআর,বি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সার্ক কৃষি কেন্দ্র (SAC), আন্তর্জাতিক পাট গবেষণা গ্রুপ (IJSG), বিমসটেক
ইথিওপিয়া	
আদ্দিস আবাবা	আফ্রিকা অর্থনৈতিক কমিশন (ECA), আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)
কেনিয়া	
নাইরোবি	জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), জাতিসংঘ মানব বসতি কেন্দ্র (UN-HABITAT)

একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা

১৯১৯	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC)
১৯৪৪	আইবিআরডি (IBRD), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)
১৯৪৫	আরব লিগ, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ), জাতিসংঘ (UN), ইউনেস্কো (UNESCO)
১৯৪৬	ইউনিসেফ (UNICEF), আন্তর্জাতিক তিমি কমিশন (IWC), আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (ISO)
১৯৪৭	এসকাপ (ESCAP), ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECE)
১৯৪৮	ওএএস (OAS), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা (IMO)
১৯৫১	আনজুস (ANZUS), কলম্বো পরিকল্পনা
১৯৫৬	আইএফসি (IFC), আরব সাগরের ইউনিয়ন (AMU)
১৯৫৮	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU), ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (EIB), আফ্রিকান অর্থনৈতিক কমিশন (ECA)
১৯৬০	ওপেক (OPEC), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), বেনেলাক্স (BENELUX)
১৯৬১	ওইসিডি (OECD), অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (AI), জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)
১৯৬৪	জি-৭৭ (G-77), আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক (AFDB), আঙ্কটাড (UNCTAD)

১৯৬৫	ইউএনডিপি (UNDP), জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNITAR)
১৯৬৬	ইউনিডো (UNIDO), আইসিএসআইডি (ICSID), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)
১৯৬৭	আসিয়ান (ASEAN), জাতিসংঘ ও আন্তঃআঞ্চলিক অপরাধ ও বিচার গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNICRI)
১৯৬৯	ওআইসি (OIC), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)
১৯৭০	বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থা (WIPO)
১৯৭১	প্যাসিফিক আইসল্যান্ডস ফোরাম (PIF), বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF), গ্রিন পিস
১৯৭৫	ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB), জি-৭ (G-7) আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক গ্রুপ অব স্টেটস (ACP)
১৯৭৭	ইফাদ (IFAD), বিশ্ব মৎস্য কেন্দ্র (ICLARM)
১৯৮১	ওইসিএস (OECS), ওয়াটার এইড, উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)
১৯৮৫	ইকো (ECO), সার্ক (SAARC)
১৯৮৮	মিগা (MIGA), আইপিসিসি (IPCC)
১৯৯১	সিআইএস (CIS), ইবিআরডি (EBRD), মার্কোসার (MERCOSUR)
১৯৯৩	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICTY)
১৯৯৪	আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল কর্তৃপক্ষ (ISA), সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালত (ITLOS), রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICTR)
১৯৯৬	আসেম (ASEM), সিটিবিটিও (CTBTO)
১৯৯৭	বিমসটিক (BIMSTEC), ডি-৮ (D-8), রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW)
১৯৯৯	এশিয়ান পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি (APA), জি-২০ (G-20), ইএসি (EAC)
২০০১	ইউরোপোল, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO), জিইসিএফ (GECF)
২০০২	এশীয় সহযোগিতা সংলাপ (ACD), সিএসটিও (CSTO), জাতিসংঘ সিস্টেম স্টাফ কলেজ (UNSSC)
২০০৮	ব্রিকস (BRICS), ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন, ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনস
২০১০	আইএসিএ (IACA), ইউএন উইমেন
২০১৪	ইউরোশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন (EEU), এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (AIIB), নতুন উন্নয়ন ব্যাংক (NDB)

বিশ্বের কিছু সংস্থার নাম পরিবর্তন

পূর্ব নাম	বর্তমান নাম	পরিবর্তনের সাল
United Nations Fund for Population Activities (UNEPA)	United Nations Population Fund (UNEPA)	১৯৮৭
United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)	United Nations Children's Fund (UNICEF)	১৯৫৩
Group of Six (G-6)/Group of Seven (G7)/(G-8)	Group of Seven (G7)	২০১৪
World Wildlife Fund	World Wide Fund for Nature (WWF)	–
Cooperative for American Remittances to Europe (CARE)	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE)	–
Organization of African Unity (OAU)	African Union (AU)	৯ জুলাই ২০০২
European Community (EC)	European Union	১ নভেম্বর ১৯৯৩
International Jute Organization (IJO)	International Jute Study Group (IJSG)	২৭ এপ্রিল ২০০২
International Criminal Police Commission	International Criminal Police Organization	১৯৫৬
Organization of the Islamic Conference	Organization of Islamic Cooperation	২৮ জুন ২০১১
The North American Free Trade Agreement (NAFTA)	United States, Mexico, and Canada (USMCA)	

বিভিন্ন দেশের সদস্যপদ ত্যাগ ও যোগদান

সংস্থা	দেশ	সদস্যপদ ত্যাগ	পুনরায় যোগদান
জাতিসংঘ	ইন্দোনেশিয়া	২০ জানুয়ারি ১৯৬৫	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ইউনেস্কো	যুক্তরাষ্ট্র	৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ প্রথমবার, দ্বিতীয়বার ২০১৭ সালে	প্রথমবার ১ অক্টোবর ২০০৩, দ্বিতীয়বার ২০২৩ সালে
	যুক্তরাজ্য	৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৫	১ জুলাই ১৯৯৭
	তানজানিয়া	৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৬	৬ মার্চ ১৯৬২
	ইসরাইল	২০১৭	-
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা	কম্বোডিয়া	২৬ মার্চ ২০০৩	২৩ নভেম্বর ২০০৯
	উত্তর কোরিয়া	১৩ জুন ১৯৯৪	
কমনওয়েলথ	আয়ারল্যান্ড	১৮ এপ্রিল ১৯৪৯	–
	জিম্বাবুয়ে	৭ ডিসেম্বর ২০০৩	–
	পাকিস্তান	১৯৭২	১৯৮৯
	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩১ মে ১৯৬১	১ জুন ১৯৯৪
	গাম্বিয়া	৩ অক্টোবর ২০১৩	–
	মালদ্বীপ	১৩ অক্টোবর ২০১৬	–
আফ্রিকান ইউনিয়ন	মরক্কো	১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪	৩০ জানুয়ারি ২০১৭
ওপেক	গ্যাবন	১৯৯৫	১ জুলাই ২০১৬
	ইকুয়েডর	১৯৯৩	১৭ নভেম্বর ২০০৭
	ইকুয়েডর	২০২০	-
	কাতার	২০১৯	-
জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ	যুক্তরাষ্ট্র	২০১৮ সালে	-
কিয়োটো প্রটোকল	যুক্তরাষ্ট্র	২০০১	-
	কানাডা	২০১১	-

অনুশীলন পর্ব : নন-ক্যাডারসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের সদর দপ্তর → জেনেভায়
- রেড ক্রস প্রতিষ্ঠিত হয় → ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩
- রোটারি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯০৫ সালে
- আন্তর্জাতিক রোটারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা → Paul Harris
- অক্সফাম যে দেশের প্রতিষ্ঠান → ইংল্যান্ডের
- বিশ্ব রোটারি ক্লাবের হেড অফিস → শিকাগোয়
- অরবিস হচ্ছে → উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল
- স্মাইল ট্রেন হলো → আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা
- বয়েজ স্কাউটদের সর্ববৃহৎ সম্মেলনকে বলা হয় → জাম্বুরি
- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর → লন্ডনে
- মানবাধিকার বিষয়টি বিশ্বজনীন হয় → ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার মাধ্যমে
- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬১ সালে (লন্ডনে)
- অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যে ধরনের সংস্থা → মানবাধিকার
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার (IJO) সদর দপ্তর → ঢাকা
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার বর্তমান নাম → IJSG
- এসকাপের সদর দপ্তর অবস্থিত → ব্যাংককে
- OAS যে অঞ্চলের জন্য গঠিত জোট → আমেরিকা অঞ্চল
- ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এর প্রধান অফিস → প্যারিসে
- ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের (IDB) সদর দপ্তর অবস্থিত → জেদ্দায়
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় → ম্যানিলায়
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর যে শহরে অবস্থিত → ম্যানিলায়
- গ্রুপ-৭৭ যে ধরনের দেশ নিয়ে গঠিত → উন্নয়নশীল
- ওপেকভুক্ত একমাত্র অনারব এশীয় দেশ → ইরান
- প্রথম ওপেক সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল → ভেনিজুয়েলা
- CIRDAP-এর সদর দপ্তর → ঢাকায়
- গ্রুপ-৭৭-এর জন্ম হয়েছিল → ১৯৬৪ সালে
- মুসলমানপ্রধান না হয়েও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্য → উগান্ডা
- বাংলাদেশ ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে → ১৯৭৪ সালে
- OIC-র সদর দপ্তর অবস্থিত → জেদ্দায়
- ওআইসি মহাসচিবের মেয়াদকাল → ৫ বছর
- ওআইসি গঠিত হয় → ১৯৬৯ সালে মরক্কোর রাবাতে
- বান্দুং শহরটি যে দেশে অবস্থিত → ইন্দোনেশিয়া
- 'কমনওয়েলথ' এর সদর দপ্তর → লন্ডনে
- কমনওয়েলথের প্রধান → ইংল্যান্ডের রানি
- কমনওয়েলথভুক্ত যে দেশ আয়তনে সবচেয়ে বড় → কানাডা
- কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র দেশ → নাওরু
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথের → ৩৪তম সদস্য
- আরব লিগ প্রতিষ্ঠা পায় → ১৯৪৫ সালে
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর → ব্রাসেলস
- ইউরো মুদ্রা ভার্চুয়ালি চালু হয় → ১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে
- ইউরো মুদ্রা নোট ও কয়েন আকারে চালু হয় → ১ জানুয়ারি ২০০২ সালে
- যে দেশটি আরব লিগের অন্তর্ভুক্ত নয় → ইরান
- পারস্য উপসাগরের আঞ্চলিক জোটের নাম → জিসিসি
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর → ব্রাসেলস
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাধারণ মুদ্রার নাম → ইউরো
- ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট অবস্থিত → স্ট্রাসবার্গ, ফ্রান্স
- ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি (ইইসি) যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) নাম ধারণ করে → ১৯৯৩ সালে
- সিআইএসের (CIS) সদর দপ্তর → মিনস্কে
- আরব লিগ প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ
- ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে যে মুদ্রাটি চালু আছে → ইউরো
- আফ্রিকান ইউনিয়নের পূর্ব নাম → আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা

ক্লাস টেস্ট : ১৫-১৬

১. ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট কোথায় অবস্থিত?
ক স্ট্রাসবার্গ খ হামবার্গ
গ লিও ঘ রোম

২. ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC) প্রধান কার্যালয় বা সচিবালয় কোথায়?
ক তেহরান খ জেদ্দা
গ কায়রো ঘ রিয়াদ

৩. NATO-এর সদর দপ্তর কোথায়?
ক জার্মানি খ বেলজিয়াম
গ ফ্রান্স ঘ ইতালি

৪. NAM-এর পূর্ণ রূপ কী?
ক None Aligned Movement
খ Non Aligned Movement
গ Not Aligned Movement
ঘ None Alien Movement

৫. কোথায় এবং কোন সালে OIC-এর সূচনা হয়?
ক জেদ্দা, ১৯৫৯ খ রিয়াদ, ১৯৬০
গ রাবাত, ১৯৬৯ ঘ দুবাই, ১৯৬১

৬. BIMSTEC stands for—
ক Bangladesh, India, Myanmar, Singapore, Thailand Economic Corporation
খ Bangladesh, India, Malaysia, Singapore, Thailand Economic Corporation
গ Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation
ঘ Bay of Bengal Integration for Multi-Cultural Scientific, Technical Eco-Friendly Center

৭. 'ASEAN'-এর সদর দপ্তর কোথায়?
ক ইন্দোনেশিয়া খ থাইল্যান্ড
গ সিঙ্গাপুর ঘ ফিলিপাইন

৮. সিরডাপ (CIRDAP)-এর সদর দপ্তর কোথায়?
ক দিল্লি খ পোল্যান্ড
গ ঢাকা ঘ ইসলামাবাদ

৯. কোন চুক্তির মাধ্যমে ইইসি (EEC) প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
ক রোম চুক্তি খ ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি
গ ভিয়েনা কনভেনশন ঘ ব্রাসেলস কনভেনশন

১০. সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) অবস্থিত?
ক গাজীপুর খ ফার্মগেট
গ বরিশাল ঘ টাঙ্গাইল

১১. OIC বর্তমান মহাসচিব কে?
ক এরদোগান
খ ইউসেফ আল-ওথাইমিন
গ হুসেইন ইবরাহিম তাহা
ঘ আল-ইউসুফ

১২. SDR is the currency unit of—.
ক IDA খ ADB গ IMF ঘ IBRD

১৩. WEF stands for :
ক World Economic Forum
খ World Energy Forum
গ World Environmental Forum
ঘ World Ecological Forum

১৪. UNIDO-এর সদর দপ্তর কোথায়?
ক জেনেভা খ নিউইয়র্ক
গ প্যারিস ঘ ভিয়েনা